CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 April, 2020 ■ আগরতলা, ৪এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ২১ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাসন্তী পূজা সমাপ্ত। শুক্রবার দশমী হয়েছে প্রতীমার। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

কাল রাত ৯টায় ৯ মিনিটের জন্য মোম জ্বালাতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে মারণ করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় ভাষণ। স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসীর উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। ঘড়ির কাঁটায় সকাল ন'টা, জাতির উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বার্তায়, আগামী ৫ এপ্রিল, রবিবার রাত ন'টায় দেশবাসীর কাছে মাত্র ৯ মিনিট সময় চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর আবেদন, ৫ এপ্রিল, রবিবার রাত ন'টায় দেশবাসীর কাছে ৯ মিনিট সময় চাইছি। ওই ৯ মিনিট ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে ফেলুন, ঘরের দরজায় অথবা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ৯ মিনিটের জন্য মোমবাতি, প্রদীপ, টর্চ অথবা মোবাইলের ফ্লাশলাইট জ্বালিয়ে রাখুন। এতে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, কেউ একা নন, আমরা সবাই এক সঙ্গে করোনার বিরুদ্ধে লড়ছি। দুনিয়ার কোনও শক্তি আমাদের হারাতে পারবে না। করোনার বিরুদ্ধে আমরা জিতবই।

একইসঙ্গে দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর আবেদন, এই সময়ে কেউ কোথাও ভিড় করবেন না, রাস্তায়, গলিতে বা পাড়ায় বার হবেন না, বাড়িতেই থাকবেন। সামাজিক দূরত্ব কোনও মতেই যেন লঙ্ঘন না হয়।

ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ফের বাড়ল।শুক্রবার রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩০৫৩১-এ গিয়ে ঠেকেছে। মারণ এই ভাইরাসকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২২৯জন, মৃত্যু হয়েছে ৮৪ জনের। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে,

৫৬ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে একজনের মৃত্যু হয়েছে, বিহারে একজনের, দিল্লিতে ৪ জনের, গুজরাটে ৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে দু''জনের, কর্ণাটকে ৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে দু''জন, মধ্যপ্রদেশে ৬ জন, মহারাষ্ট্রে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, পঞ্জাবে ৪ জন, তামিলনাড়ুতে একজন, তেলেঙ্গানায় ৩ জন, উত্তর প্রদেশে দু''জন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউনের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় বেঁধে দিলেন স্বাস্থ্য সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। লকডাউনের স্থায়ীত্ব নিয়ে সংশয় বেঁধে দিলেন স্বাস্থ্য সচিব ড. দেবাশিষ বসু। তাঁর দাবি, পর্য্যায়ক্রমে লকডাউন শিথিল হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যে গণপরিবহন ব্যবস্থা স্তব্ধ থাকবে। ফলে, পরিস্থিতি কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে তা অনুমান করা যাচ্ছে না। কারণ, ১৪ এপ্রিল দেশব্যাপী লকডাউনের সময়সীমা সমাপ্ত হলেও তার স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় থাকছেই।

আজ ড. দেবাশিষ বসু বলেন, লকডাউন ১৪ এপ্রিল সমাপ্ত হচ্ছে কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে, পর্য্যায়ক্রমে লকডাউন শিথিল করা হবে। এক্ষেত্রে চুড়াইবাড়ি ছাড়া রাজ্যের সমস্ত এন্ট্রি পয়েন্ট সিল থাকবে। করোনা মোকাবিলায় ওই ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী বলে তিনি দাবি করেছেন।

করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিতে রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ প্রতিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। অন্ধকার থেকে আলোর দিশায় করোনা যুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে ৫ এপ্রিল রাত ৯টায় ৯ মিনিটের জন্য বাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালান। আজ ত্রিপুরাবাসীর কাছে ওই আবেদন জানালেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেন, মহামারী করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াইয়ে ১৩৭ কোটি দেশবাসী একজোট হয়েছি। আগামী ৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সারা আবারো প্রমান করি, আমরা একজোট আছি।

এদিন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, দেশে করোনা ভাইরাসের আক্রমণে আমরা একজোট হয়ে লড়াই করছি। অন্ধকার থেকে আলোর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজামউদ্দিন মরকজে অংশগ্রহণকারী রাজ্যের দুই ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত, চিকিৎসাধীন বিকানিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাত-অংশগ্রহণকারী ত্রিপুরার ১১ জন নাগরিকের মধ্যে ২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা ত্রিপুরায় ফিরেননি। তাঁরা বর্তমানে রাজস্থানের বিকানিরে রয়েছেন এবং সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। রাজস্থান সরকার ত্রিপুরা সরকার-কে ওই সংবাদ দিয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য সচিব ডা. দেবাশীষ বসু এ-কথা জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাত-ফেরত ত্রিপুরার নাগরিক ৩৬ জনকে এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের পরিবার সহ সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার বক্সনগরের ১১ জন বাসিন্দা দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাত অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সেখান থেকে বিকানির ঘুরতে যান এবং সেখানেই ২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে চিহ্নিত হয়েছেন। এ-বিষয়ে স্টেট সার্ভেলেন্স অফিসার ডাঃ দ্বীপ দেববর্মা বলেন, গত ৫ মার্চ ওই ১১ জন দিল্লি গিয়েছিলেন। ৮ মার্চ পর্যন্ত দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাত-এ ছিলেন। ৮ মার্চ রাতে তাঁরা দিল্লি থেকে বিকানিরের ট্রেন ধরেন। ডাঃ দেববর্মা-র কথায়, অসমের করিমগঞ্জের করোনা আক্রান্ত প্রথম রোগীর সংস্পর্শে ছিলেন তাঁরা। বিকানিরে মসজিদের পাশে ৩টি বাড়িতে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাজস্থান সরকার তাদের চিহ্নিত করেছে। তিনি বলেন, ৪/৫ দিন আগেই তাদের চিহ্নিত করেছে রাজস্থান সরকার। এখন আমাদের কাছে খবর এসেছে। তাদের-কে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে রাজস্থান সরকার। তবে, ত্রিপুরার ১১ জন নাগরিকের মধ্যে দুইজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এমন কোন নথি এখনো রাজস্থান সরকার ত্রিপুরা সরকারের কাছে পাঠায়নি, বলেন তিনি।

ডাঃ দ্বীপ দেববর্মার কথায়, দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাত-ফেরত এখন পর্যন্ত ৩৬ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের পরিবার সহ সকলকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে। এছাড়া, মুম্বাইয়ের বাসিন্দা ৪ জনের খোঁজ মিলেছে। তাঁরা ১৫ মার্চ ত্রিপুরায় এসেছিলেন। আগরতলায় একটি বাড়িতে তারা অবস্থান করছিলেন। তাদের মধ্যে কোন লক্ষণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যপাল ও লেঃ জেনারেলদের সাথে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু আজ বিভিন্ন রাজ্যের ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্যপাল, লেফটেনেন্ট গভর্নর ও প্রশাসকদের সাথে এক ভিডিও কনফারেন্সে মিলিত হন। এই ভিডিও কনফারেন্সে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ভারত সরকারের গৃহীত উদ্যোগে কীভাবে যোগদান করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস ত্রিপুরা সরকার এই রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা তুলে ধরেন। রাজ্যপালের প্রধান সচিব এস আর কুমারও এই ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে এটা ছিলো রাষ্ট্রপতির সাথে রাজ্যপালের দ্বিতীয় ভিডিও কনফারেন্স।

প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সারা দেশেই নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে নজরদারিও জোরদার করা হয়েছে। তবে, এই ভাইরাস মোকাবিলায় নজরদারির ঘাটতি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে যাবে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ত্রিপুরায় এখনও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কাউকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রস্তুতিতে কোনও ঘাটতি না থাকে সে-দিকে ক্রমাগত নজর রাখা হচ্ছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস নিজে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। সম্প্রতি তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী-সহ শীর্ষ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছেন।

বাম বিধায়করা তিন মাসের বেতনের ২৫ শতাংশ দেবেন ত্রাণ তহবিলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে করোনা মোকাবেলায় এগিয়ে আসলো বামফ্রন্টের বিধায়করা। করোনা মোকাবেলায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে নিজের এক মাসের বেতন দান করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সকল বিধায়কদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তাদের এক মাসের বেতনের অর্ধেক টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করার জন্য।

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বামফ্রন্টের বিধায়করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা তিন মাসের অর্থাৎ মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের বেতনের চার ভাগের এক ভাগ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করবে। সেই মোতাবেক শুক্রবার বিধায়ক তপন চক্রবর্তী ও রতন ভৌমিকের নেতৃত্বে বাম বিধায়কদের এক প্রতিনিধিদল ৮ জন বিধায়কের চেক মুখ্যসচিবের কার্যালয়ে গিয়ে মুখ্য সচিবের হাতে তুলে দেয়।

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে তিন মাসের বেতনের চার ভাগের এক ভাগ অর্থ দান করার বিষয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রোজগার নাই, বিনামূল্যে চাল পেয়ে খুশি রাজ্যের গরীব মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। দুঃসময়ে বিনামূল্যে চাল পেয়ে ত্রিপুরার গরিব মানুষ ভীষণ খুশি হয়েছেন। তিন মাস বিনামূল্যে চাল পাবেন, তাতে তারা ভীষণ উপকৃত হবেন বলে দাবি করেছেন। আজ বিভিন্ন রেশন দোকানে একই চিত্র উঠে এসেছে।

এদিন আগরতলায় রেশন সংগ্রহ করতে এসে জনৈক ব্যক্তি বলেন, করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য যথেষ্ট আর্থিক সাচ্ছন্দ্য নেই আমাদের। তিনি বলেন, তিন মাস বিনামূল্যে চাল পেয়ে এখন আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে না। নিশ্চিত হতে পেরেছি, এই দুর্দিনে পরিবারের সকলের দু-বেলা খাবার জুটবেই। তার জন্য তিনি ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আজ জনৈক রেশন দোকানের মালিক বলেন, অন্ত্যোদয় পরিবারকে ৩৫ কেজি এবং বিপিএল পরিবারের মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। তিনমাস তাঁদের ওই চাল দেওয়া হবে। তাতে, তাঁরা ভীষণ উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে চাল দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

করোনা প্রভাবের মধ্যেই বাসন্তী পূজা সমাপ্ত, সাদামাটা বিসর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতায় বাসন্তী মায়ের যাত্রা হল সাদামাটা ভাবেই। অন্যান্য বছরের মতো ব্যান্ড বাজিয়ে, শোভাযাত্রা নিয়ে মায়ের মূর্তি বিসর্জন দেওয়ার সুযোগ নেই। এবারই প্রথম দুর্গাবাড়িতেই মায়ের মূর্তি বিসর্জন দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার এ-কথা জানালেন দুর্গাবাড়ি মন্দিরের সহ-পুরোহিত।

এদিন তিনি বলেন, আজ মহা দশমী। বাসন্তী পূজা আজ সমাপ্ত হবে। মা-কে আজ আমরা বিদায় জানাবো। তাঁর কথায়, ইতিমধ্যেই নারায়ণ যাত্রা হয়ে গেছে। চণ্ডীবাড়িতে ঘট চলে গেছে। সন্ধ্যায় দশমী হবে। তখনই মায়ের যাত্রা হবে। তিনি বলেন, এখন সারা দেশেই করোনা ভাইরাসের মারাত্মক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তাই, এ বছর জাঁকজমক ভাবে মায়ের যাত্রা হবে না। তাঁর কথায়, এ বছর প্রথম আমরা দশমীঘাটে মায়ের মূর্তি বিসর্জন দিতে পারছি না। তাই, দুর্গাবাড়ি দীঘিতেই মায়ের মূর্তি বিসর্জনের আয়োজন করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্য হাতির তান্ডবে অতিষ্ঠ চাকমাঘাট এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ এপ্রিল।। একদিকে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক অন্যদিকে বন্যহাতির তাণ্ডব এই দুইয়ের মধ্যে নাজেহাল তেলিয়ামুড়া বাসীরা। বিগত দুইদিন ধরে বন ও হাতির তাণ্ডব যেমন ঘর খোয়াতে হয়েছে এক পরিবারকে, অন্যদিকে কৃষি জমির ফসল নষ্ট করা দেই বন্য হাতির দল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে চাকমা ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কপালি টিলা সহ চাম প্লাই এলাকায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলির পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে বনদপ্তর যেন গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

সরকারী সহায়তা সঠিকভাবে পাচ্ছে না জনগণ ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় লকডাউনের ফলে রাজ্যের মানুষ চরম অসহায় অবস্থায় আছেন। এই পরিস্থিতিতে সরকারী ভাবে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বিশেষ করে রেশনের মাধ্যমে চাল ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে তা জনগণের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯৬০ জন বিদেশি প্রতিনিধিকে কালো তালিকাভুক্ত করল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির নিজামউদ্দিন মারকাজে অনুষ্ঠিত তবলিগ জামাত সম্মেলনে যোগ দেওয়া ৯৬০ জন বিদেশি প্রতিনিধিকে কালো তালিকাভুক্ত করল ভারত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ৬৭টি দেশের ওই ৯৬০ জনের ভারতীয় ভিসা বাতিল করা হয়েছে। এ বার তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর পাশাপাশি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে তবলিগ জামাতে অংশগ্রহণ করতে চেয়ে ভিসার আবেদন করলে তাঁদের আর ভিসা দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

নিজামউদ্দিন

মন্ত্রক সূত্রে খবর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, ফ্রান্স-সহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৩০০ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন তবলিগ জামাতে। সেই সব প্রতিনিধি এবং তাঁদের সংস্পর্শে আসা মিলিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট ৫৫০ জনের কোভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। আরও অনেকে ভর্তি দিল্লি-সহ দেশের ২৩টি রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে। কোয়রান্টিনে রয়েছেন আরও অনেকে। ফলে এই আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

ভিসা বাতিলের কথা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অফিসের পক্ষ থেকে টুইটারে বলা হয়েছে, "ট্যুরিস্ট ভিসায় এসে তবলিগ জামাতের কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৯৬০ জন বিদেশি প্রতিনিধির ভিসা বাতিল করা হয়েছে।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর, কালো তালিকাভুক্তদের তালিকা সংশ্লিষ্ট দেশে পাঠানোর জন্য এবং ভারত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ ঃ সুপ্রিম নির্দেশিকা নিয়ে প্রচার মাধ্যমের কর্মীদের সাথে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। সম্প্রতি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানিকালে প্রচার মাধ্যমকে উদ্দেশ্য করে সুপ্রিমকোর্ট বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে ত্রিপুরার সকল মুদ্রণ, বৈদ্যুতিন ও সামাজিক প্রচারমাধ্যমগুলোকে অবগত করার উদ্দেশ্যে শুক্রবার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নম্বর হলঘরে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব শৈলেন্দ্র সিঙের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস-সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ। সভায় আলোচনা করতে গিয়ে দফতরের সচিব সিং উপস্থিত সকলকে রাজ্য তথা দেশের এই কঠিন সময়ে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। সুপ্রিমকোর্টের রায়কে উদ্ধৃত করে তিনি আরও বলেন, অসত্য বা ভুল সংবাদ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তা আমাদের কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বশীলতার মধ্যে পড়ে।

তিনি বলেন, সমাজের একেবারে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সত্য খবর যাতে পৌঁছায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অসত্য খবরের দরুণ যাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে না পড়ে সে দিকে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। তাঁর কথায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্যই সরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত খবর পরিবেশনের ক্ষেত্র ভিত্তি করা উচিত। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ যাবৎকাল পর্যন্ত ত্রিপুরার সংবাদমাধ্যমগুলো কোভিড-১৯ সংক্রান্ত খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে যে রকম সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা আগামী দিনগুলোতেও বজায় থাকবে।

আলোচনা সভার শুরুতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস লকডাউন চলাকালীন সময়ে দফতরে কী ধরনের কাজ হচ্ছে তার একটি চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরেন। সভায় তিনি জানান, ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুলিশ, তথ্য ও প্রযুক্তি, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিনিধি-সহ সকল জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে রাজ্যস্তরীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করানোর জন্য দশ লক্ষ লিফলেট সারা রাজ্যে বিতরণের কাজ চলছে। প্রতিদিন রাজ্যব্যাপী পাঠকদের কাছে সংবাদপত্র পৌঁছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ে লন্ডভন্ড বহু বাড়ি-ঘর বিদ্যুৎ পরিষেবাও প্রভাবিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। রাজ্যজুড়ে লক ডাউন চলছে। আর এই লক ডাউনের মাঝে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ঝড়ের দাপটে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায়। শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক এলাকায়। লক্ষ্মীছড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় মানুষের বসত ঘরের ছাউনি উরে যায়। উপরে পড়ে বৈদ্যুতের খুটি সহ গাছ।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এলাকার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। সাথে ছিলেন বিএসসি চেয়ারম্যান গৌরীশংকর রিয়াং, বিশিষ্ট সমাজসেবী অশোক সেন, শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, সমাজসেবী মম্বু মগ, করুন রিয়াং সহ অন্যান্যরা। সকলে ঘুরে দেখেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। কথা

বলেন ঝড়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য সদস্যোদের সাথে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং সহ অন্যান্যরা শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে মহকুমা শাসককে ঘটনার বিষয়ে অবগত করেন। এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৭৪ ▫ ৪ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ২১ চৈত্র ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মদ রুখিতে রুদ্র প্রমিলারা

লকডাউনের কল্যাণে মানুষ যখন ঘরবন্দী তখন চোলাই মদ্যপায়ী ও চোলাই বিক্রেতারা মহাবিক্রমে তাহাদের তৎপরতা যথারীতি চালাইয়া যাইতেছে। পুলিশ এই চোলাই বিরোধী অভিযানে কতখানি সাফল্য দেখাইয়াছে তাহা নিয়া বিতর্ক আছে। অভিযোগ যে, পুলিশকে নজরান দিয়া বহাল তবিয়তে এই চোলাই মদের কারবার চলে। যদিও মাঝে মধ্যে লোক দেখানো ধরপাকড় করে পুলিশ। কিন্তু, চোলাই সেবরী বহালে তবিয়তে গলাধকরণ করিতেছেন। লকডাউনের মাঝেও চোলাইর বাণিজ্য হরদম চলিতেছে। লকডাউন চলাকালেও মদ্যপদের তান্ডবে অতিষ্ট বিশালগড়ের লক্ষ্মীবিল এলাকার মানুষ। বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ মদ বিরোধী অভিযানে সামিল হন প্রমিলা বাহিনী। প্রচুর চোলাই মদ উদ্ধার করিয়া নষ্ট করিয়া দেন প্রমিলা বাহিনী। মহিলাদের এই অভিযানের খবর পাইয়া পুলিশ ছুটিয়া যায়। চোলাই মদ পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা বাড়াইতে থাকে। এই এলাকার চোলাই মদের আসরে বসে ছোট বড় সবাই। মদ্যপান করিয়া বাড়ীতে গিয়া অশান্তি আজ ঘরে ঘরে। মহিলারা নির্যাতনের শিকার হন প্রতিনিয়ত। পুলিশ এইসব জানিলেও কাজের কাজ কিছুই হয় না। বর্তমানে করোনা আতংকে সারা দেশেই চলিতেছে লকডাউন। কিন্তু, মদ্যপায়ীদের যন্ত্রণায় এলাকার প্রমিলা বাহিনী একজোট হইয়া মদ বিরোধী অভিযানে নামিয়া রীতিমতো নজীর গড়িল বলা যাইতে পারে। বৃহস্পতিবারই বিশালগড়ের পূর্ব লক্ষ্মীবিলের শিবটিলা ও পালপাড়ার দুইটি গ্রামের কয়েকটি বাড়ী হইতে প্রচুর পরিমাণে দেশী মদ উদ্ধার করিয়া পুলিশের হাতে তুলিয়া দেন মহিলারা। কিন্তু, কাউকেই গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই পুলিশ। প্রমিলা বাহিনী ঘোষণা দিয়াছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তাহার মদ বিক্রি করিতে দিবেন না। তাঁহারা আরক্ষা প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ দাবী করিয়াছেন। তাহা না হইলে প্রমিলা বাহিনী বৃহত্তর আন্দোলনে পা দিবেন বলিয়া হুশিয়ারী দিয়াছেন।

রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসীন হইয়াই নেশা বিরোধী অভিযান চালাইয়াছিল। এই অভিযানে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী পাচার ও বিক্রিতে ভাঁটা পড়িলেও তাহা একেবারেই নির্মূল হয় নাই। একই কথা খাটে গাঁজা বিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রেও। সেই নেশা বহাল তবিয়তেই আছে। সবচাইতে সামাজিক ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা ও পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তির মূলে সেই মদ্যপান। রাজ্য সরকার সেই মূল সমস্যার তেমন প্রতিরোধ ব্যবস্থার নজীর দেখাইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এই অবক্ষয় হইতে মুক্ত হইতে বিশালগড়ের প্রমিলা বাহিনীর অভিযানকে স্বাগতই জানাইতে হয়। লক ডাউনের মধ্যেই মহিলারা দলবদ্ধ ভাবে চোলাই মদের ঠেক ভাঙ্গিয়া তছনছ করিয়া দিয়া বাহবাই কুড়াইয়াছেন। বিশালগড়ের গ্রামের এই প্রমিলাদের সাহসী অভিযান রাজ্যের অন্যান্য মহিলাদের প্রাণীত করিতে পারে। মহিলারা আসলে শক্তির আধার। তাহারা অশুভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে নজীর আছে তাহাই তো প্রেরণা দিয়া আসে। দেশে নারী শক্তির জাগরণই নারী মুক্তির পথ আনিয়া দিতে পারে। মদ্যপ স্বামীদের হাতে পড়িয়া পড়িয়া মার খাওয়ার বিরুদ্ধে ও পারিবারিক অশান্তি রুখিতে হইলে নারী শক্তির জাগরণ অনেক বেশী কার্য্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি করোনা আক্রান্তরা ভালো আছেন, জানালেন মমতা

কলকাতা, ৩এপ্রিল (হি স): বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি করোনা আক্রান্তের প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছেন। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন করোনা আক্রান্তরা। এটাই ইতিবাচক ইঙ্গিত। শুক্রবার এমনভাবেই নবান্নে আশা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে রাজ্যে আপাতত করনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮ বলে এদিন দাবি করলেন তিনি।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনা আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। তাড়াতাড়ি সেরে উঠছেন এটা ইতিবাচক দিক। বেলেঘাটা আইডি তে আজকে খোঁজ নিয়েছিলাম শুনলাম সকলে ভালো আছে। এ কথা শুনে আমার মন ভাল হয়ে গেল।' একইসঙ্গে তিনি জানান, রাজ্যে গত ২৪ ঘন্টায় চারজন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন অর্থাৎ এখন মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮। ইতিমধ্যেই ১২ জন রাজ্যে করোনা মুক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে নয়জন সুস্থ হয়ে গিয়েছে তাদের আজকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এছাড়া এর আগে তিনজন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গিয়েছেন।

এদিন ফের একবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাদের শক্ত কোনো রোগ নেই তারা করো নাই আক্রান্ত হলে সহজেই ভালো হয়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। করোনাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কারোর কিডনির রোগ, শর্করা জাতীয় রোগ থাকলে সে ক্ষেত্রে তাদের একটু বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হচ্ছে।'

অন্যদিকে পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, বিদেশ থেকে এসেছেন এবং রাজ্যের সব মিলিয়ে ৯৬৫জন কে এখন নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তিনটি দেশের বর্ডার এই রাজ্যে রয়েছে এছাড়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং রেলস্টেশন বেশি থাকায় রাজ্যে সংক্রমনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যত্ন করলে ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এছাড়াও রাজ্যে ইতিমধ্যেই ২০৬ টি সরকারি কোয়ারেন্টিন সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে এতদিন পর্যন্ত ৫০১০ জন ছিলেন। ইতিমধ্যে এ ছাড়া পেয়েছেন ৩২১৮জন এবং এখনও নজরদারিতে রয়েছেন ১৮৯২ জন। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত মোট ৫৯টি হাসপাতালকে করোনার চিকিৎসার প্রস্তুত করা হয়েছে বলে এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

লকডাউনকে উপেক্ষা করে কাঁকসায় অবাধে চলছে পুকুর ভরাট, সরব বিজেপি

দুর্গাপুর, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার দাপটে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। আর সেই সুযোগে অবাধে চলছে জলাশয় ভরাট। ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার মোল্লাপাড়া এলাকায়। প্রতিবাদে সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। কাঁকসার বিডিওর নিকট অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি।

উল্লেখ্য, সপ্তাহখানেক ধরে করোনার মহামারী রুখতে লকডাউন শুরু হয়েছে। কল কারখানায় কাজকর্ম থেকে পরিবহন ব্যাবস্থা প্রায় সবই বন্ধ। লকডাউনের সুযোগ নিয়ে কাঁকসার মোল্লাপাড়া প্রাথমিক স্কুলের পাশে জুতোবালার পুকুরটি ভরাট চলছে বলে অভিযোগ। বাড়ির মাটির দেওয়াল ভাঙা দিয়ে অবাধে চলছে ভরাট কাজ। গরমের শুরুতেই গোটা কাঁকসাজুড়ে ভুগর্ভস্ত জলের টান পড়তে শুরু করেছে। নলকূপের জলস্তর নেমে যাওয়া বিকল হতে শুরু করেছে। স্থানীয় বিজেপিকর্মী ইন্দ্রজিৎ ঢালি জানান,' বছর কয়েক আগে জলাশয়টি এক''শ দিনের কাজে সংস্কার করা হয়েছিল। গত কয়েকদিন ধরে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বাড়ীর দেওয়ালভাঙা দিয়ে পুকুরটি ভরাট চলছে। আমাদের এককর্মী প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালজ করে। হুমকিও দেয়। বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।' তিনি আরও বলেন,' গোটা কাঁকসা ব্লকে এভাবে অনেক পুকুর ভরাট হয়েছে। পুকুর ভরাটের জেরে ভুগর্ভস্ত জলস্তর অনেক নীচে নেমেছে। গরমের শুরুতেই এলাকায় জলকষ্ট দেখা দেয়। তাই জলাশয় ভরাট বন্ধ করতে হবে। আগামীদিনে পুকুর ভরাটের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করব।' যদিও কাঁকসা বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন,' অভিযোগ পেয়েছি। ভরাট কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

ভারতকে ইসলামিক দেশে উন্নীত করার কু-পরিকল্পনা কী সফল হবে

আর কে সিনহা

দিল্লির জনবহুল নিজামউদ্দিন এলাকার তবলীগী জামাতের সদর দফতর থেকে বের করে আনা হাজার হাজার মানুষদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের নাগরিকদের উপস্থিতি ভারতীয় সমাজের চোখ খুলে দেওয়ার মতো ঘটনা। জামাত তো ভারতের পিঠে আঘাত করেছে। জামাত ভারতকে এমনভাবে আঘাত দিতে চেয়েছিল, যাতে ভারত উঠে দাঁড়াতে না পারে। আশঙ্কা এবার সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে বিদেশিরা ভারতকে করোনাভাইরাসে ভয়ঙ্করভাবে সংক্রমিত করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষকে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত করে এখানে ইসলামিক দেশ বানানোর স্বপ্ন দেখছিল।

আসলে, তবলীগী জামাতের লক্ষ্য তো ভারতীয় মুসলিমদের কট্টরপন্থী করা এবং অ-মুসলিমদেরকে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করে তোলা। এটা তো কথার কথা যে, তবলীগী জামাতের লোকজন মুসলিমদের আরও ভালো মুসলমানে উন্নীত করার পথে নিয়ে যান। রাজধানীর তাবলীগী জামাতে অংশ নেওয়া হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ৪৪১ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ভেবেই দেখুন, এরা কত কত মানুষকে করোনার শিকার করেছে। এদের দেশ এবং মানবতাবিরোধী কর্মের কারণেই ভারত সরকার এবং শান্তিপ্রিয় ভারতীয় সমাজ উদ্বিগ্ন। চিন্তার একটি বড় কারণ হল এই যে, করোনাভাইরাসের এখনও পর্যন্ত কোনও নিরাময় পাওয়া যায়নি।

১৯২৭ সালে হরিয়ানার নূহ-তে তবলীগী জামাতের সূচনা হয়েছিল। হরিয়ানার মেওয়াত অংশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে শামিল হওয়া সত্বেও হিন্দু ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি ভুলতে পারেননি। তবলীগী জামাত সেই সমস্ত মানুষজনকে ইসলামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করায় ব্যস্ত ছিল। তবে, হরিয়ানার মুসলিমরা এখনও হিন্দু ধর্মের রীতিনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁদের মধ্যে বিবাহের সময়, বর ও কনের পক্ষ এখনও নিজেদের হিন্দু ধর্মের গৌত্র সম্পর্কে জানতে চান। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পরও

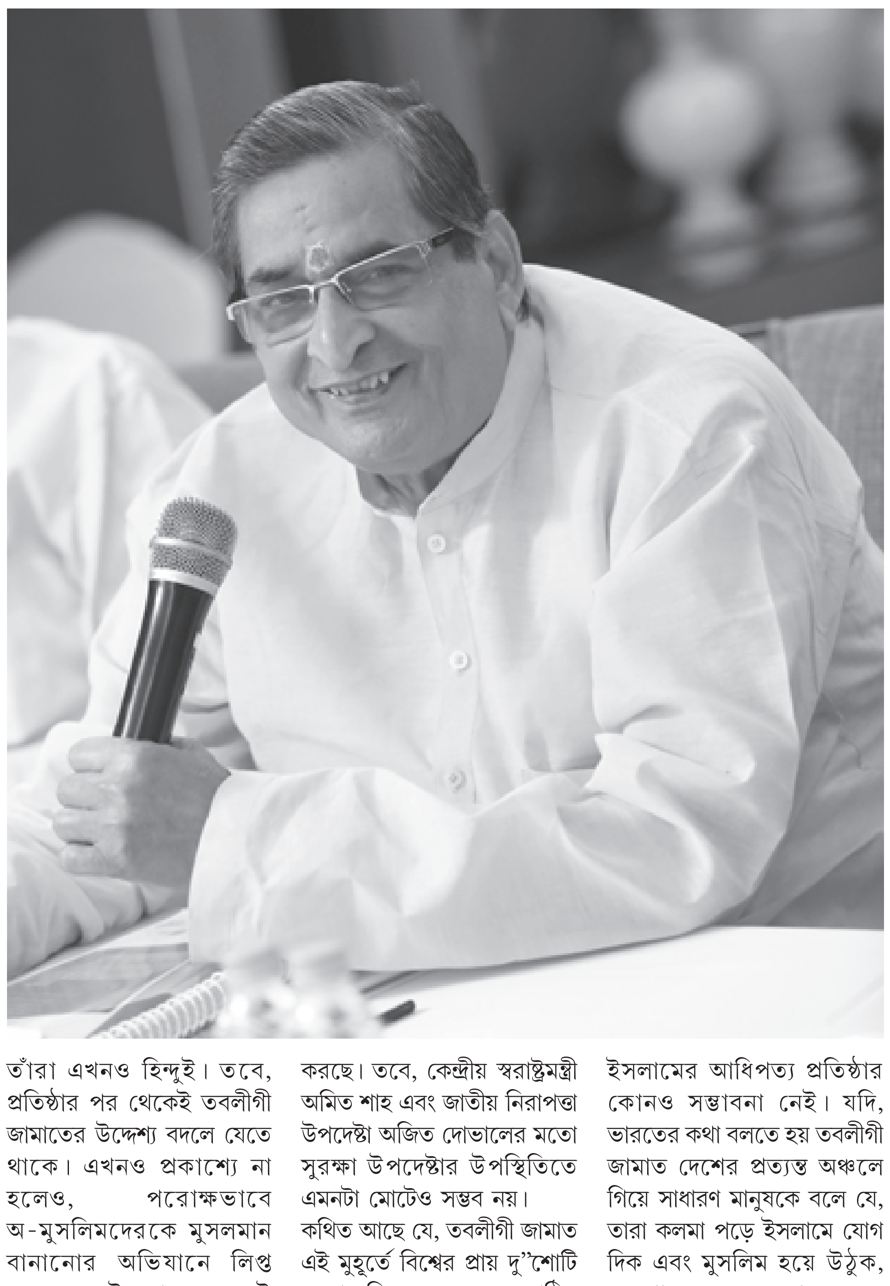

তাঁরা এখনও হিন্দুই। তবে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তবলীগী জামাতের উদ্দেশ্য বদলে যেতে থাকে। এখনও প্রকাশ্যে না হলেও, পরোক্ষভাবে অ-মুসলিমদেরকে মুসলমান বানানোর অভিযানে লিপ্ত রয়েছে। এই তথ্য সকলেরই জানা। লাভ জিহাদ এই ষড়যন্ত্রের দ্বারাই সৃষ্টি। তবলীগী জামাত বিগত একশ বছর ধরে সমস্ত মানুষকে এক বর্ণ ও আকারে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে। প্রত্যেককেই একই বর্ণ ও রূপে অনবরত রাঙিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। তবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের মতো সুরক্ষা উপদেষ্টার উপস্থিতিতে এমনটা মোটেও সম্ভব নয়।

কথিত আছে যে, তবলীগী জামাত এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রায় দু''শোটি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। সুসংগঠিত পদ্ধতিতে দেশ-বিদেশের প্রতিটি প্রান্ত দখল করে ইসলামিক রাষ্ট্র বানানোর স্বপ্ন দেখছে। তারা মনে করে, ভারত এবং ইজরায়েলে ইসলামকে উন্নীত করার দরকার রয়েছে। এই দুটি দেশে ইসলামের বিশ্বাসী তো রয়েছে, তবে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। যদি, ভারতের কথা বলতে হয় তবলীগী জামাত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে সাধারণ মানুষকে বলে যে, তারা কলমা পড়ে ইসলামে যোগ দিক এবং মুসলিম হয়ে উঠুক, অন্যথা হলে মৃত্যুর পর নরকে পোড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিপরীতে, ইসলামে তো মৃত্যুর পরেও গৌরবময় জীবন অপেক্ষা করে। ওই দুনিয়ায় শুধু আনন্দ আর আনন্দই। এখন সরকারের খতিয়ে দেখা উচিত, তবলীগী জামাত এত বড় সংগঠন কীভাবে চালায়? কোথা থেকে তারা সাহায্য পায়?

ভারতে তবলীগী জামাত যদি অ-মুসলিমদের ইসলামে যুক্ত করতে চায়, তাহলে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে শরীয়ত অনুসারে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দাবি করে। এই জামাত গিরগিটির মতো রঙ পরিবর্তন করে চলেছে। এদের অপকর্মের কারণেই পাকিস্তানেও দ্রুততার সঙ্গে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। পাকিস্তান সরকারও এ কথা বলছে। পাকিস্তানেও সর্বনাশ করছে এরা। এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে কয়েক ডজন করোনা সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব সরকারকে উপেক্ষা করেই নিজেদের সম্মেলন করেছে তবলীগী জামাত। অর্থাৎ, সর্বত্রই তারা এমন কুকর্ম করছে। তাহলে কী করা যেতে পারে?

ভারতে তবলীগী জামাত যদি অ-মুসলিমদের ইসলামে যুক্ত করতে চায়, তাহলে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে শরীয়ত অনুসারে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দাবি করে। এই জামাত গিরগিটির মতো রঙ পরিবর্তন করে চলেছে। এদের অপকর্মের কারণেই পাকিস্তানেও দ্রুততার সঙ্গে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। পাকিস্তান সরকারও এ কথা বলছে। পাকিস্তানেও সর্বনাশ করছে এরা। এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে কয়েক ডজন করোনা সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব সরকারকে উপেক্ষা করেই নিজেদের সম্মেলন করেছে তবলীগী জামাত। অর্থাৎ, সর্বত্রই তারা এমন কুকর্ম করছে। তাহলে কী করা যেতে পারে?

এখন একটি বিষয় কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে মানবতার শত্রুদের উপর চাবুক চালাতেই হবে ভারত সরকারকে। এটা অবশ্য সঠিক যে, ভারতীয় সংবিধান দেশের সমস্ত নাগরিককে নিজস্ব ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এবং প্রচার করার অনুমতি দেয়। এতদূর পর্যন্ত সমস্ত কিছু যুক্তিসঙ্গত। তবে, ভারতীয় সংবিধান কাউকে ভারতে থেকে শিকড় খননের অধিকার দেয় না। কিন্তু, তবলীগী জামাত এমনটাই করছে। এটা কী ক্ষমার যোগ্য? একেবারেই নয়।

সবকিছু জেনে বুঝেও তবলীগী জামাত যে ধরনের কাজ করেছে, তা কোনও মতেই ক্ষমার যোগ্য নয়, ক্ষমা করার কোনও প্রশ্নই নেই। এই বিষয়টিকে নিয়ে গোটা দেশে যখন বিতর্ক চলছে, তখন কিছু প্রগতিশীল বলছেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইকে হিন্দু-মুসলিম রঙ দেওয়া হচ্ছে। এর অর্থ কী? অর্থাৎ এই ধরনের মানুষরা তবলীগী জামাতকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। সমস্ত মুসলমান কী তবলীগী? কখনই নয়। যাবতীয় বিতর্ক চলাকালীন হর্ষ মন্দর, রানা আয়ুব এবং কানহাইয়ার মতো প্রগতিশীল মানুষ এবং প্রতিটি বিষয়ে বতর্মান এনডিএ সরকারকে আক্রমণকারীদের দেখা যাচ্ছে না। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউকেও দেখা যাচ্ছে না। আমি মুসলিমদের মধ্যবিত্তকে প্রশ্ন করতে চাই, তবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে তাঁরা কেন সরব হন না। কিছু মাত্র শিয়া নেতারা নিন্দাই করেনি। তবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। কিন্তু, তাঁরা এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন। ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করবে না। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক এবং কলামিস্ট)

বঙ্গে বর্গী বাহিনী

বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলায় বর্গী আক্রমণের ভয়াবহতা এখনও বাংলার নানান প্রবাদ, গল্প আর ছড়ার মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে আছে। ১৭৪৪ সালে লেখা গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের 'চিত্র চম্পু' নামের কাব্য এবং ১৭৫০ সালে লেখা গঙ্গারাম রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ থেকে বর্গীয় আক্রমণের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই দু'টি রচনার মূল বৈশিষ্ট্য হল তথ্যনিষ্ঠ এবং সেই সঙ্গে বাস্তবকে যুক্তিযুক্ত ভাবে পাঠকের কাছে বর্ণনা। বাংলায় বর্গীর হাঙ্গমা হয়েছিল নবাবী আমলে—১৭৪১ সাল থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত। এর ফল হয়েছিল সুদুর প্রসারী।

বাংলায় বর্গীয় হাঙ্গামার করাণ জানতে হলে তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার কথা প্রথমে বলতে হয়। বর্গী হামলার সময় দিল্লির মসনদে মুঘল বাদশা থাকলেও তাঁদের ক্ষমতা কমতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে ১৭০৭ সালে বাদশা মহীউদ্দীন মহম্মদ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে যায়। তিনি তার রাজত্বের পরিধি বিস্তার করার জন্য দক্ষিণের সমস্ত রাজ্যগুলির দখল করেন, কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের এই অতি বিস্তৃতি ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুঘলদের অন্যতম শত্রু ছিলেন মারাঠারা। ছত্রপতি শিবাজীর সময় থেকেই মারাঠারা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মারাঠারা দক্ষিণ ভারতেও আধিপত্য বিস্তার করে। সুদক্ষ সংগঠক, নেতৃত্বের দৃঢ়তা ছাড়াও তাদের শক্তির মূল্ৎস ছিল দ্রুত গতি ঘোড়সাওয়ার বাহিনী এবং গেরিলা যুদ্ধে তাদের অসামান্য পারদর্শিতা। তাই এদেরকে বারগির বা বর্গী বলা হত। আসলে সংস্কৃত 'বর্গ' বা ফারসী 'বাগী' (বিদ্রোহী) বর্গী শব্দের উৎস। সংস্কৃত কোষগ্রন্থে 'বারগীর অশ্ববহ' বলতে অশ্বারোহী সৈন্যকে বোধায়। ছত্রপতি শিবাজীর আমল থেকেই মারাঠারা তাদের আশেপাশের রাজ্যগুলিতে আক্রমণ চালাত। এই আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেই সব রাজ্যগুলি বাৎসরিক একটা থোক টাকা কর (চৌথ) হিসেবে দিত। বিনিময়ে মারাঠারা এই সব রাজ্যে লুঠপাঠ চালাত না। মারাঠাদের ক্রমাগত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মুঘল বাদশাও চৌথ দিতেন। বাংলায় বর্গী হানার সময় মুঘল বাদশা ছিলেন আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুর শাহেব চতুর্থ পুত্র নাসির-উদ-বিন মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮)। আর মারাঠাদের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় শিবাজী, যিনি শাহু রাজা নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। মুঘল শাসনাধীন অঞ্চলগুলিকে মুঘলরা বিভিন্ন অঞ্চল বা সুবায় ভাগ করে দিয়েছিল। বাংলাও সেই রকম একটি সুবা ছিল। সুবাবাংলা বলতে বাংলা, বিহার আর ওড়িশা প্রদেশ দিয়ে গঠিত রাজ্যকে বোঝাতে। তখনকার কালে অর্থনৈতিকভাবে বাংলা ছিল খুব স্বচ্ছল। নদীমাতৃক বাংলায় জমির উর্বরতার জন্য ফসল হতো প্রচুর। বাংলার মসলিন, সুতো এবং তাঁর বস্ত্র ছিল খুব বিখ্যাত মুর্শিদাবাদ, হুগলি আর মেদিনীপুর ছিল প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। কাটোয়ার কাপড়ের আড়ত আর বর্ধমানের চালের আড়তের সুনাম ছিল। নানান জায়গা থেকে বণিকরা আসতেন কাপড়, চাল আর হাতের তৈরি জিনিস কেনার জন্য। ভাগীরথীর নাব্যতার জন্য হুগলি বন্দর গমগম করত। বাংলার কপালে সুখ অবশ্য বেশিদিন সয়নি। এই দুর্ভাগ্যের পিছনে কারণ ছিল বাংলার সমৃদ্ধি। দিল্লির বাদশা মহম্মদ শাহের অক্ষমতা বুজতে পেরে মারাঠারা সুবাবাংলা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব চান মারাঠা প্রধানমন্ত্রী (পেশোয়া)-র নিজস্ব তহবিলের জন্য। বাদশা এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হড়। মারাঠাদের নিজেদের মধ্যেও প্রচুর দ্বন্দ্ব থাকায় সুবা থেকে যা চৌথ আদায় হত, তার বেশির ভাগ অর্থ মারাঠা সর্দাররা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। শুধু তাই নয়, যেসব জায়গা থেকে রাজস্ব আদায় করা যেত না, সেই সব জায়গার সাধারণ মানুষের উপর নিদারুণ অত্যাচার চালাত। ১৭৪০ সালের ২৮ এপ্রিল পেসোয়া পদে মনোনীত করেন। পেশোয়া পদ লাভ করেই বালাজি রাও সমগ্র মোগল শাসনাধীন অঞ্চলের ওপর চৌথ বসান। যার মধ্যে সুবাংলাও ছিল। পূর্ব ভারতে চৌথ আদায় করবার দায়িত্ব পান রঘুজি ভোঁসলে। ১৭৪১ সালে পূর্ব ভারতে চৌখ আদায়ের জন্য তিনি বাংলায় আসেন এবং বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করেন চৌথ আদায় করার জন্য। কিন্তু তিনি বাংলা থেকে কোনও চৌথ আদায় করতে সক্ষম হননি। তখন ১৭৪২ সালের প্রথম দিকে ভাস্কার রাম কোলহতকর ২২ জন সর্দার ও ২০ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে নাগপুর থেকে ওড়িশা আসেন এবং সেকানকার নবাব দ্বারা নিযুক্ত উপশাসন কর্তা শেখ মাসুম খান ও তার পেশকার দুর্লভরামকে বন্দি করেন। এরপর মারাঠা বাহিনী এপ্রিল মাস নাগাদ ওড়িশা থেকে পঞ্চকোটের মধ্যে দিয়ে বর্ধমান শহরের কাছে এসে উপস্থিত হয়। দুঃখের বিষয় হল বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ গুপ্তচরের মাধ্যমে মারাঠাদের মেদিনীপুরের কাছে জয়গড়ে আসার খব পেয়েও কোনও ব্যবস্থা নেননি। পরে আক্রমণের তীব্রতা বুঝতে পেরে আলিবর্দী নবারের শিবির আক্রমণ করেন। এই দিনকে প্রথম বর্গী হাহগামার দিন হিসেবে ধরা হয়। বর্ধমানের কাছে প্রায় ৬০ কিলোমিটারের ওফর জায়গা জুড়ে বর্গীরা লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও আরও নানা রকম দুস্কর্ম চালাতে থাকে। তারা নবাবের শিবিরের চারপাশ ঘেরাও করে সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। নবাবের সেনাবাহিনীর সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনী থাকার জন্য মারাঠারা কাছাকাছি আসতে পারেনি। নবাব আলিবর্দী ওই অবস্থায় অদম্য সাহস দেখিয়ে প্রায় দুই সপ্তাহ পরে কাটোয়ায় পৌঁছান। তখন তাঁর বয়স সত্তরের ওপের। তিনি পৌঁছবার আগেই মারাঠারা কাটোয়া লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাটোয়ার পূর্বে ভগীরথী, আর ওপারে নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ। মারাঠারা বর্ধমান শহরের শস্যভাণ্ডারও পুড়িয়ে দেয়। ফলে নবাব ও তাঁর সেনাদের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়ে। নবাবের এই রকম বন্দি অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভাস্কর রাম দশ লক্ষ টাকার উপটোকন চান। নবাব মারাঠাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেও তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। অসহায় নবাব বর্ধমান রাজার অধীনে কর্মরত দক্ষিণ দেশীয় বক্সী মীর খয়েরউল্লার মাধ্যমে ভাস্কর রামের নিকট সন্ধি প্রস্তাব। পাঠান। ভাস্কর রাম এবার এক কোটি টাকা ও নবাবের বাহিনীর সমস্ত হাতি দাবি করেন। সেই সঙ্গে মারাঠারা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে খোলা তলোয়ার নিয়ে 'হারাহারা' বলে চিৎকার করতে করতে অবাধে লুঠতরাজ শুরু করে। এমতাবস্থায় নবাব তাঁর আফগান সেনাবাহিনীর সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর সঙ্গে দেখা করেন। যদিও তখন মুস্তাফা খাঁর সঙ্গে নবাবের সম্পর্কে ভালো ছিল না, সেনাপতি মুস্তাফা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আফগান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে সামিল করেন। মুস্তাফা খাঁর নেতৃত্বে আফগান সেনাবাহিনী এবং নবাবের সেনাবাহিনী একসাথে নিগম সরাইয়ের মারাঠাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধ নিগম সরাইয়ের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধের নবারের অন্যতম সেনাপতি মীর হাবিব মারাঠাদের হাতে বন্দি হন এবং পড়ে উনি মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দেন। বর্ধমানের জমিদার রাজা চিত্রসেনের দেওয়ান মানিকচাঁদও বিশ্বাসঘাতকতা করে নিগম সরাইয়ের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বর্ধমানে পালিয়ে আসেন। এই মীর হাবিব আলিবর্দির প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ভাস্কর রামের সাহায্যে বাংলার নানান অঞ্চলে প্রায় দশ বছর ব্যাপী মারাঠা অত্যাচারের নেপথ্য নায়ক ছিলেন। নিগন সরাই থেকে নবাব যখন কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন ভাস্কর রাম মীর হাবিবের প্ররোচনায় ১৭৪২ সালের আনুমানিক ৬ মে রাতের অন্ধকার ৭০০ বাছাই অশ্বারোহী সেনা নিয়ে অজয় নদ এবং গঙ্গা নদী অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদে পৌঁছন। সেখানে জগৎ সেছের গদি থেকে প্রচুর টাকা, সোনাদানা, হীরে জহরত এবং নানান দামি জিনিস লুঠ করে গঙ্গার পশ্চিম পারে ফিরে আসেন। মারাঠারা অতঃপর দেওয়ান গঞ্জে (বর্তমান দাঁইহাট) শিবির স্থাপন করেন। দাঁইহাট শিবির থেকে ভাস্কর রামের নেতৃত্বে এবং মীর হাবিবের উস্কানিতে মারাঠারা (তখন বর্গী নামে কুখ্যাত) গৃহস্থদের উপর অত্যাচার করে। ফসল থেকে শুরু করে সোন দানা, বাসন কোসন, কাপড়চোপড় সমস্ত কিছু লুঠপাট করতে থাকে। মহিলাদের ধর্ষণ, শিশুহত্যা এবং বয়স্কদের ওপর অত্যাচার নিত্যনৈমত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। নবাব আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলে, ১৭৪২-এর শেয়ের দিকে মীর হাবিবের প্ররোচনায় ভাস্কর রাম আবার মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন। ভাস্কর রামের নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী প্রায় পলাশী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে বর্ষা এসে যাওয়ায় মারাঠারা কিছুটা অসুবিধায় পড়ে য়ায়। তারা নাগপুরে রঘুজি ভোঁসলের কাছে সাহায্যের জন্য আর্জি পাঠালেও কোনও সাহায্য আসেনি। অন্যদিকে নবাব আলিবর্দি বাংলার বর্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় বর্ষার মধ্যেই পাটনা, পূর্ণিয়া এবং ঢাকা থেকে প্রচুর সেনা নিয়ে আসেন। নবাব প্রথমে মুর্শিবাবাদ থেকে মারটাদের হটান, তারপর পূর্ব দিকে মনোযোগ দেন। মারাঠারা বাংলার বর্ষার বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। ভাস্কার ভেবেছিলেন যে গঙ্গার দুকুল ছাপানো বন্যায় তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবেন। তাই তিনি দাঁইহাটে সেই অঞ্চলের জমিদারদের সহায়তায় মহা সমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। নবাব গুপ্তচরের মুখে খবর পেয়ে অষ্টমীর রাতে বাছা বাছা দুই হাজার সৈন্য নিয়ে মারাঠা শিবিরে আক্রমণ চালান। প্রবল আক্রমণে মারাঠা বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। নবাবী সৈন্যের প্রবল চাপে ভাস্কর পিছু হঠে বিষ্ণুপুরের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মেদিনীপুরে সরে যেতে বাধ্য হন। তবে নবাবী সৈন্য মারাঠাদের পেছনে লেগে থাকায় তারা বিষ্ণুপুর শহরে ঢুকতেই পারেনি। তবে যাওয়ার সময় রাধানগর, নারায়ণগড় লুঠ করে। সেই বছর ডিসেম্বরে নবাবী সৈনদের নিরন্তর তাড়া খেয়ে মারাঠারা উড়িষায় চলে যায়। নবাব ১৭৪৩ সালের আনুমানিক ৯ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদে ফিরে যান। তবে মারাঠা আক্রমণের ইতি ঘটেনি। ১৭৪৩ সালের ৩১ মার্চ নবাব আর রাজা শাহুর মধ্যে চুক্তি হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শুক্রবার বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত রামনগর এলাকায় দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত এক সাংবাদিক সহ ৬১, মারা গেছে ৬

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৩।। বাংলাদেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশনের মাঠ পর্যায়ের একজন সাংবাদিক করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর ওই টেলিভিশনের ৪৭ কর্মীকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।টেলিভিশনের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এক ভিডিও বার্তায় তার সহকর্মীর করোনায় সংক্রমিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওই কর্মকর্তা বলেন, আমাদের এক সহকর্মীর শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশনে আছেন। তার অবস্থা এখন উন্নতির দিকে।তিনি আরও বলেন, গত ২৬ মার্চ তার শরীরে জ্বর দেখা দেয়ায় তাকে সেদিনই ছুটি দেয়া হয়। এছাড়া সতর্কতা হিসেবে এরইমধ্যে তার সংস্পর্শে আসা আরও ৪৭ কর্মীকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। দুদিন আগে তিনি রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআরে) করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হন। আমাদের টেলিভিশনের প থেকে ওই কর্মীর সঙ্গে সার্বণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গণমাধ্যম কর্মীদের সব সময় পেশাগত নানা ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হয়। এ অবস্থায় বিভিন্ন পত্রিকা ও চ্যানেলে যারা কর্মরত আছেন তাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা সবাই সরকারের নিয়ম-নীতি ও নির্দেশনা মেনে পেশাগত দায়িত্ব পালন করুন।বাংলাদেশে কোনো সাংবাদিকের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম।

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে বৈশ্বিক মহামারিতে পরিণত করোনাভাইরাসে বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত সোয়া ১০ লাখের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন, মারা গেছেন ৫৪ হাজারেরও বেশি। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৬১ জন, মারা গেছেন ৬ জন।

এবার আইসিএসই- তেও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ করাতে হবে পড়ুয়াদেব

কলকাতা, ৩এপ্রিল (হি স): সিবিএসই, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পর এবার আইসিএসই বোর্ডের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর সমস্ত পড়ুয়াদের পাশ করিয়ে দেওয়া হবে। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এমনটাই জানালো বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

করোনা আবহের জেরে থমকে গেছে পড়াশোনা। সেই জন্য রাজ্য সরকারের তরফে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও পড়ুয়া কেই ফেল করানো যাবে না। এবার রাজ্য সরকারের দেখানো পথেই হাঁটল আইসিএসই। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়, রাজ্য সরকারের দেওয়া নির্দেশ মানতে হবে। সেই নির্দেশ মতো এই শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোন পড়ুয়াকে ফেল করানো যাবে না। যদিও ইতিমধ্যেই আইসিএসই বোর্ড এর বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী তাদের বার্ষিক পরীক্ষার ডিসেম্বরেই হবে বলে জানা গেছে শিক্ষা দফতর সূত্রে।

গতকাল রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকলকে পাস করাতে হবে। একজন পড়ুয়া কেউ পুরনো ক্লাসে রাখা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলেই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও পড়ুয়াকেই ফেল করানো যাবে না। প্রত্যেককে পাস করিয়ে নতুন ক্লাসে তুলতে হবে। এছাড়া নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পঠন-পাঠন অনলাইনে শুরু করার কথা ভাবছে সরকার। কারণ স্কুল খুললেই শুরু হবে পরীক্ষা সে ক্ষেত্রে সিলেবাস এগিয়ে না রাখলে সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে পড়ুয়াদের। তবে লকডাউন খোলার পর যদি আবার গরমের ছুটিতে স্কুল বন্ধ হয় সে ক্ষেত্রে পড়াশোনা আরো পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পঠন-পাঠন অনলাইনে শুরু করার চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার।

করোনা আতঙ্কের জন্য বন্ধ হয়ে রয়েছে রাজ্যের সব স্কুল। থমকে রয়েছে পড়াশোনা। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেও সেই ফলাফল কবে প্রকাশ পাবে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ১৪তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে লকডাউন উঠে যাওয়ার কথা হলেও লক ডাউনের ভবিষ্যৎ নিয়ে থেকে গেছে সন্দেহ। যদি লকডাউন ১৪ তারিখ উঠে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে জুন মাসের শেষের দিকে মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা হতে পারে বলে জানিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। অন্যদিকে লক ডাউন এর জন্য মাঝপথেই থেমে গেছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এখনো তিনটি বিষয়ের পরীক্ষা বাকি রয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের। এক্ষেত্রেও লকডাউন ১৪ তারিখে উঠে গেলে আগামী জুলাই মাসের মধ্যে পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা জানিয়েছে সংসদ। এই অবস্থায় তাই মানবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য সরকার জানিয়ে দিল প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোন পড়ুয়াকে ফেল করানো যাবে না এই শিক্ষাবর্ষে। একই সিদ্ধান্ত বুধবার নিয়েছে সিবিএসই বোর্ড।

এবার অনলাইনে ক্লাস হবে নবম-দশম শ্রেণির ঘোষণা পার্থর

কলকাতা,৩ মার্চ (হি স): করোনার সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে দেশজুড়ে চলছে লক ডাউন। আর এই লকডাউন এর জেরে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের নির্দেশে বন্ধ হয়েছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। স্কুল বন্ধ থাকলেও পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে চায় রাজ্য শিক্ষা দফতর। তাই এবার অনলাইনে ক্লাস নেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের। শুক্রবার এমনটাই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গত ১৫ মার্চ থেকে রাজ্যজুড়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। পিছিয়ে গিয়েছে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও। তবে আগামী বছরে যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দেবেন তাদের পঠন-পাঠনের অনেকটাই ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা স্কুল শিক্ষা দফতরের। তাই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাস পড়াশোনা বজায় রাখার জন্যই অনলাইনকে হাতিয়ার করে ক্লাস নিতে চায় রাজ্য সরকার। আগামী ৭ মার্চ থেকে বিকেল চারটে থেকে এই পঠন-পাঠন শুরু হবে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবারই শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোন ছাত্র-ছাত্রীকে ফেল করানো হবে না বলে ঘোষণা করেছেন।

ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট বাংলাদেশ সরকার

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৩।। বিভিন্ন কারণে ভারতে গমন করা বা আটকে পড়া বাংলাদেশির সংখ্যা এ মুহূর্তে প্রায় দুই হাজার পাঁচশ বলে জানিয়েছে ঢাকার বিদেশ মন্ত্রণালয়। তারা বলেছে, আটকে পড়া এ বাংলাদেশিদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট বাংলাদেশ সরকার।

শুক্রবার ঢাকার বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার তৌহিদুল ইসলামের পাঠানো এক বার্তায় এ কথা জানানো হয়।এতে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের ব্যাপক প্রসারের পরিপ্রেত বিদেশ মন্ত্রণালয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে সজাগ দৃষ্টি রাখছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ প্রতিবছর বিভিন্ন কারণে (চিকিৎসা, পর্যটন, শিা প্রভৃতি) ভারত গিয়ে থাকেন। নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সর্বশেষ তথ্যমতে, এ মুহূর্তে বিভিন্ন কারণে ভারতে গমন করা বা আটকে পড়া বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় দুই হাজার পাঁচশ’। এর মধ্যে এক হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী রয়েছেন।বার্তায় আরও বলা হয়, কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে ভারতে গত ২৫ মার্চ থেকে ২১ দিন অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহন (বাস, রেল, বিমান) চলাচল বন্ধ রয়েছে। সেখানকার সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো ধরনের বিদেশি (প্রবাসী ভারতীয়সহ) ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন না। ভারতীয় কর্তৃপ সেখান থেকেও কোনো বিদেশি নাগরিকের বহির্গমন নিরুৎসাহিত করছে। তাছাড়া ভারতের আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাও এ মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে।এ অবস্থার পরিপ্রেত নয়াদিল্লিতে হাইকমিশনসহ ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসগুলো বাংলাদেশিদের কল্যাণে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখছে। মিশনের কর্মকর্তারা আটকে পড়া দুই হাজার পাঁচশ’ বাংলাদেশির সঙ্গে টেলিফোন, হটলাইনসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সার্বণিক যোগাযোগ রাখছেন। আটকে পড়া বাংলাদেশিরা আর্থিক বা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে, হাইকমিশন ও অন্যান্য মিশনসমূহ তা সমাধানে সচেষ্ট আছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ভারতসহ অন্যান্য দেশে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভারতে চিকিৎসার জন্য গিয়ে আটকে পড়া শত শত বাংলাদেশির দুর্ভোগের বিষয়ে সম্প্রতি একাধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর পরিপ্রেত গত ২৯ মার্চ বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তার ফেসবুক পেজে এক বার্তায় জানান, ভারতে আটকে পড়া কিছু বাংলাদেশির তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

রবিবার রাত ৯ টায় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত আলো প্রজ্বলন কার্যসূচি নিষ্ঠা সহকারে পালন করবে অসম, আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ৫ এপ্রিল রবিবার রাত ৯ টায় ৯ মিনিট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্রদীপ, মম, টর্চ, নিদেনপক্ষে মোবাইলের ফ্লাশ প্রজ্বলন কার্যসূচি অসমের জনসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। শুক্রবার অসমবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমের জনসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে কষ্ট করে হলেও নিজের ঘরে থেকে প্রধানমন্ত্রীর ২১ দিনের লকডাউন কার্যসূচি মেনে চলেছেন, তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

ভডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রীর কাতর অনুরোধ, করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেমন বলেছেন তেমন আগামী ৫ এপ্রিল রবিবার রাত ৯ টায় প্রত্যেকেই যেন নিজের ঘরের বারান্দা অথবা ব্যালকনিতে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে অথবা মোমবাতি অথবা টর্চ নয়তো বা মোবাইলের ফ্লাশ লাইট জ্বালিয়ে আলো প্রদর্শন করেন। অসমবাসীর কাছে এই আহ্বান জানিয়ে বলেন, এর লক্ষ্য একটিই, মহামারি করোনা ভাইরাসে বর্তমান সমাজে যে অন্ধকার সৃষ্টি করেছে তা ভেদ করে সমাজকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়া। এই কাজ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। কেউই যেন গলি বা রাজপথে বেরিয়ে না আসেন। সে কথা তাঁর ভাষণে বার বার উঠে এসেছে।

তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে, সবাইকে ঘরের মধ্যে থেকেই এই কার্যসূচি পালন করতে হবে। করোনা ভাইরাসের প্রভাব যাদের ওপর সবচেয়ে বেশি পড়েছে সেইসব ভুক্তভোগী ভাইদের নিরাশা থেকে আশার আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের সকলকেই এক সঙ্গে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে জিততে হবে। করোনা ভাইরাসের প্রকোপে সমাজে যে অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে সমাজকে মুক্ত করে আলো ছড়াতে হবে। সমাজকে সুস্থ সবল করে এগিয়ে নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাধারণ মানুষ যেভাবে সারা দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যারা চলমান লকডাউনের সময় জনসাধারণের স্বার্থে দিন রাত এক করে ২৪ ঘণ্টা কাজ করে চলেছেন, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সম্পৃক্ত মানুষজন, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী, পুলিশ বাহিনী, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি কর্মী, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মী, সাফাই কর্মীদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার লালসিং মুড়া এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিক্রির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হেল্পলাইন চালু করা হবে সুপ্রিম কোর্টকে জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিক্রির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হেল্পলাইন চালু করা হবে। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টকে এমনটাই জানাল কেন্দ্র। এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শীর্ষ আদালতে চলছিল এই সংক্রান্ত মামলা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘জাস্টিস ফর রাইটস ফাউন্ডেশন” ও অন্য সংস্থাগুলি মাস্ক, স্যানিটাইজার ও লিকুইড সাবানের বিক্রি ও সম বণ্টনের বিষয়ে যে মামলা করেছিল তারই শুনানি ছিল এদিন।

বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও ও দীপক গুপ্তার বেঞ্চ এর আগে কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারের উদ্দেশে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল জনস্বার্থে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বেঞ্চকে জানান, কেন্দ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এবং তারা হেল্পলাইনও চালু করবে। মাস্ক ও স্যানিটাইজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতেই ওই হেল্পলাইন চালু করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষে আইনজীবী অমিতকুমার শর্মা আদালতের কাছে আর্জি জানান, মাস্ক ও স্যানিটাইজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ যেন নিশ্চিত করা হয়। সংস্থার তরফে দাবি করা হয়, এব্যাপারে পদক্ষেপ করা হলেও তার প্রয়োগ সময়ানুগ ও কার্যকরী হচ্ছে না। করোনা মহামারী রুখতে যা আবশ্যিক। তারা আরও বলে, পুলিশ কর্মী সহ সরকারি কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হোক মাস্ক ও স্যানিটাইজারের কালোবাজারি রুখতে যেন দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়। প্রসঙ্গত ১ এপ্রিল শীর্ষ আদালত মাস্ক ও স্যানিটাইজারের সঠিক ও সমবণ্টনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে কেন্দ্র ও দিল্লি সরকার কী পদক্ষেপ করেছে তা জানতে চায়।

করোনা সংক্রমণ রোধে বিশেষ ডুডল প্রকাশ করে মানুষকে ঘরে থাকার বার্তা দিল গুগল

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনা সংক্রমণ রোধে মানুষকে সচেতন করতে আসরে নামল ইন্টারনেট সার্চ জায়ান্ট গুগল। শুক্রবার করোনার ওপর বিশেষ একটি ডুডল প্রকাশ করে মানুষকে ঘরে থেকে জীবন রক্ষার বার্তা দিল গুগল। শুক্রবার গুগলের হোম পেজে গেলেই ব্যবহারকারীরা দেখতে পাবেন কোভিড ১৯ বিষয়ক সচেতনতামূলক চমৎকার একটি বার্তা। ওই ডুডলের ট্যাগ লাইনে শোভা হচ্ছে ‘স্টে হোম, সেভ লাইভস’। করোনা ঠেকাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশগুলো মানতে বলছে গুগল। সতর্কবার্তাগুলো হল বাড়িতে থাকুন ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। নিয়মিত হাত ধোবেন ও হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলুন। অসুস্থ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। গত বছরের শেষদিকে চিনের হুবেই প্রদেশের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ে করোনা ভাইরাস। এতে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু সংখ্যা। এপর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫৩ হাজার ৯৬৮ জনে দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে ভাইরাসটি বিশ্বের ২০৪টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হল গয়েরকাটায়

গয়েরকাটা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে জলপাইগুড়ির গয়েরকাটার বিভিন্ন এলাকায় জীবাণুনাশক স্প্রে করা হল। শুক্রবার সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে গয়েরকাটা শ্মশান চত্বর, বাজার, অজয়ঘোষ ইত্যাদি এলাকায় স্প্রে করা হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, সরকারী নির্দেশিকা মেনে এদিন দুপুর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা জীবাণুমুক্ত করার প্রয়াস চালু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই জীবাণুনাশক স্প্রে করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি স): রবিবার রাত ৯টায় সবাইকে আলো নিভিয়ে মোমবাতি, টর্চ জ্বালাতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।কিন্তু এই প্রসঙ্গে শুক্রবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ”আপনার ইচ্ছা হলে আপনি শুনবেন, আমার ইচ্ছা হলে আমি ঘুমোব”।এরপর এই শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন ”রাজ্যের যা অবস্থা তাতে তো সবাই বুঝতে পারছে যে মুখ্যমন্ত্রী ঘুমিয়ে আছেন”।

এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু আরও বলেন, ”রাজ্যের যা অবস্থা তাতে তো সবাই বুঝতে পারছে যে মুখ্যমন্ত্রী ঘুমিয়ে আছেন। রবিবার রাত ৯টাতেও না হয় তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন। কিন্তু জেগে থাকবে গোটা দেশ।প্রধানমন্ত্রী সেদিন বিকেল পাঁচটায় এই লড়াইয়ের সৈনিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ঘণ্টা, থালা ইত্যাদি বাজাতে বলেছিলেন। তাতেও সমালোচনা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এটাই ওদের কাজ। কিন্তু সেদিন গোটা দেশ দেখিয়ে দিয়েছে যে সবাই নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রয়েছেন। রবিবারও সেটাই হবে”।

এবার অনলাইনে ক্লাস হবে নবম-দশম শ্রেণির, ঘোষণা পার্থর

কলকাতা,৩ মার্চ (হি স): করোনার সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে দেশজুড়ে চলছে লক ডাউন। আর এই লকডাউন এর জেরে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের নির্দেশে বন্ধ হয়েছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। স্কুল বন্ধ থাকলেও পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে চায় রাজ্য শিক্ষা দফতর। তাই এবার অনলাইনে ক্লাস নেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের। শুক্রবার এমনটাই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

গত ১৫ মার্চ থেকে রাজ্যজুড়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। পিছিয়ে গিয়েছে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও। তবে আগামী বছরে যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দেবেন তাদের পঠন-পাঠনের অনেকটাই ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা স্কুল শিক্ষা দফতরের। তাই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাস পড়াশোনা বজায় রাখার জন্যই অনলাইনকে হাতিয়ার করে ক্লাস নিতে চায় রাজ্য সরকার। আগামী ৬ মার্চ থেকে বিকেল চারটে থেকে এই পঠন-পাঠন শুরু হবে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবারই শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোন ছাত্র-ছাত্রীকে ফেল করানো হবে না বলে ঘোষণা করেছেন।

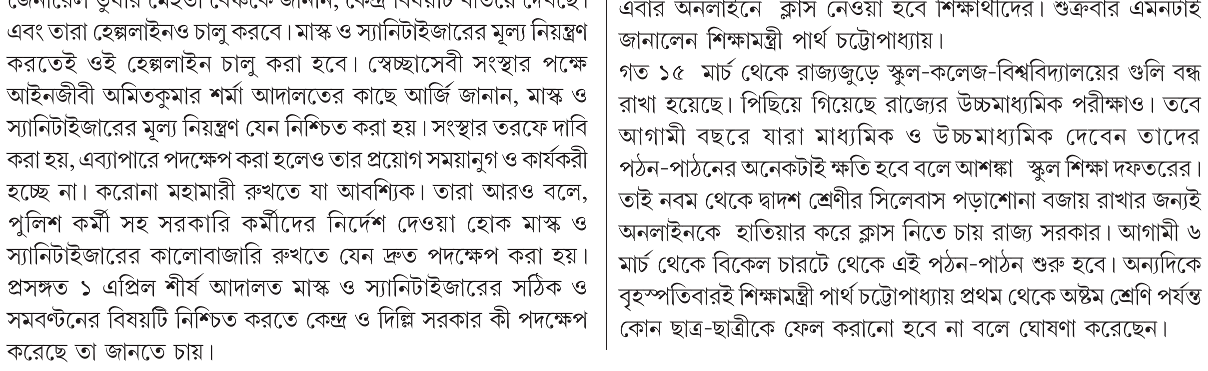

শুক্রবার আগরতলা কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে কংগ্রেস আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

প্রিয় ব্যক্তির জন্য বাড়িতে সুস্বাদু পায়েস রেসিপি

উপকরণ ঃ- দুধ---১ লিটার, চাল---১ তাপ, ছোটএলাচ গুঁড়ো---১ চা-চাচম, গাওয়া ঘি--- ১ চামচ, তেজপাতা---২ টো, কিশমিশ, তাজুবাদাম, আমন্ড ও স্তোতুচি---১ তাপ, চিনি বা পাটালি স্বাদমতো।

প্রণালী ঃ- প্রথমে চাল বেছে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখু ন। এবার একটা পাত্রে দুধ ঢেলে গ্যাসে বসান। দুধ ফুটে উঠলে চাল দিয়ে দিন।

চাল ফোটার সময় তাতে গাওয়া ঘি ও তেজপাতা দিগয়ে মিশিয়ে দিন।

তারপর চাল সিদ্ধ হয়ে গেলে এরমধ্যে স্বাদমতো চিনি বা পাটালি মেশান। ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। বেশ কিছুক্ষণ পর সব উপকরণ এক সঙ্গে মিশি গিয়ে পায়েস খুব ঘন হয়ে এলে এতে কিশমিশ, কাজুবাদাম, আমন্ড ও পেস্কাতুচি দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর ছোটএলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। পরিবেশনের সময় ওপরে মেওয়াকুচি ছড়িয়ে। দিতে পারেন।

পানীয় জলেরবোতলগুলি স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর

লট বহর নিয়ে প্রবাসে চলেছেন, সঙ্গে ভৃত্যরা জলপাত্র বহন করেছে। কাঠের ব্রাকেটে মাটির কুজো ভর্তি জল। এই ছিল প্রাচীন জল বহনের পথের ছবি। এরপর হল কাচের বোতলে জল নেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু প্লাস্টিকের বোতল আমদানির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র চিত্রটাই বদলে গেল। যদিও ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনাত বাড়ায় প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছেই পানীয় জলের বোতল দেখা যেতে শুরু করল। বিভিন্ন নামি দামী কোম্পানি ও প্লাস্টিকের বোতলে পানীয় জলের ব্যবসা শুরু করল। পাশাপাশি ফলের রস থেকে ঠান্ডা পানীয় এই প্লাস্টিকের বোতলেই সরবরাহের ব্যবস্থা হল। এর সহজ বহন যোগ্যতা, মজবুত গঠনই এ জাতীয় বোতল ব্যবহারের প্রধান সুবিধা। এখন প্রশ্ন—

এই প্লাস্টিক বোতলে পানীয় ব্যবহার কতটা নিরাপদ?

এ ব্যাপারে কথা বলা হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি এন্ড বায়ো কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক উৎপল রায় চৌধুরি। অধ্যাপিকা রুনু চক্রবর্তী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াটার রিসোর্স বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক আশিস মজুমদারের সঙ্গে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায়, সাধারণত দুরকমের প্লাস্টিক দিয়ে এই বোতল তৈরি হয়। একটি পলিকার্বন যা বিসফেনল। দিয়ে তৈরি ও অন্যটি হল পলিইথিলিন। পলিইথিলিনকে নিরাপদ বলা হলেও বিসফেনল অত্যন্ত ক্ষতিকারক কারণ এটি প্লাস্টিকের আধারে জমে থাকা নোংরা উপাদান দ্রবীভূত করার ক্ষমতা রাখে। জলে এসব উপাদান মিশে যায় সহজেই আর সেটিই ইনফার্টিলিটি, ফুসফুস জরায়ু ব্রেস্ট ক্যানসারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয়ে বিশেষ কয়েকটি অভিমত জানিয়েছেন অধ্যাপিকা রুন চক্রবর্তী। তার কথায়, বোতল তৈরিতে অনেক সময় অ্যান্টিমনির ব্যবহার হয় যা, মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এছাড়া, ডাই ইথাইল হাইডক্সিল অ্যামিন বা বোতল তৈরিতে প্রয়োজনী যা, ক্যানসারে জীবাণুবহনকারী। অধ্যাপক উৎপল রায় চৌধুরির বক্তব্য অনুযায়ী কপার, বিসমার্ক, জিঙ্ক ইত্যাদিও বোতল তৈরিতে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। যা মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক বিভিন্ন কোষ তৈরি করে। প্লাস্টিকের বোতল এতটাই সহজলভ্য ও বহন যোগ্য যে এর ক্ষতির দিকগুলি আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন। সে কয়েকটি দিক মেনে চললেই হয়তো প্লাস্টিক বোতলে পানীয় গ্রহণকে পানীয় করে তোলা নিরাপদ করা যায়।

সতর্কতা--- সর্বপ্রথম বলা প্রয়োজন বাজারে বিক্রিত জল, ঠান্ডা পানীয় ফলের রসের বোতলগুলি একবার ব্যবহারের পরেই বর্জন করা উচিত। কারণ এগুলি একবার ব্যবহারের উপযোগী। বারবার ব্যবহারযোগ্য নয়। বোতলে মুখ দিয়ে পানীয় গ্রহণ করা উচিত নয়। তা গ্লাসে ঢেলে পান করা দরকার। মখের থেকেই বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ঘটিত জীবাণু সংক্রমিত হয়।

টোল খাওয়া, এবড়ো খেবড়ো বোতল ব্যবহার না করাই ভালো। এই টোল খাওয়া অংশগুলিই নানারকম ছত্রাক ঘটিত জীবাণু বহন করে।

বোতলকে কখনই খুব ঠান্ডা বা খুব গরমে রাখা উচিত নয়। এতে বোতলে ক্র্যাক ফাটল সৃষ্টি করে। যা জীবাণু সংক্রমণের সূচক। তাই অনেক সময় ফ্রিজের খুব ঠান্ডায় জল বা অন্যান্য পানীয়ের প্লাস্টিকের বোতলে রাখা হয়, যা অনুচিত বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এই তাপমাত্রার নীচে প্লাস্টিকের বোতল না রাখাই বাঞ্ছনীয়।

অতিরিক্ত খাঁজযুক্ত বোতল ব্যবহার অনুচিত। সেই খাঁজ থেকে ব্যাসিলাস ইকোলাইট, গ্রুপের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হতে পারে। পরিষ্কার করার সুবিধার্থে বড় মুখের প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করা উচিত।

সাবান অর্থাৎ ক্ষার জাতীয় পদার্থ দিয়ে বোতল পরিষ্কার না করাই ভালো। তাতে সংক্রমণ হতে পারে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উৎপল রায়চৌধুরির মতে, ন্যাচরাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ নিম, তুলসি, দিয়ে প্লাস্টিকের বোতল পরিষ্কার করলে তা বেশি কিছুদিন ব্যবহারপযোগী হয়ে উঠতে পারে।

সতর্কতা অবলম্বই এক্ষেত্রে নিরাপদ কি? এ ব্যাপারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক আশিস মজুমদারের মতে, ব্যাজরে বিক্রিত, বোতলে সাধারণত দূষণ মুক্ত পরিশুদ্ধ জলই ব্যবহার কর্া ভালো। তবে যথার্থ তারিখ দেখে তা ব্যবহার করা উচিত। সময় অতিক্রম করলে সেই জল না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাতে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

জলের মতো অন্যান্য পানীয়ের ক্ষেত্রেও এ কথাগুলিই প্রযোজ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সমীক্ষায় জানা গেছে, বর্তমান বাজারে ট্রেটা প্যাক আসা শুরু হয়েছে। আসছে এমন ধরনের প্লাস্টিকের বোতল যেখানে দূষিত জল বা অন্য দূষিত পানীয় ব্যবহার করা হলে প্লাস্টিকের বোতলের রং পালটে যাবে।

প্রযুক্তির এই উন্নতির মানুষের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী হলে আশা করি পিইটি বোতল নিয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তা দূর হবে।

কোন প্লাস্টিক বোতলের জল নিরাপদ? পথিক— না একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনো প্রায় এক ঘন্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু শুকিয়ে উঠল.. মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন? আর জলটল চেয়ে কাজ নেই। এগিয়ে যাই দেখি কোথাও পুকুর টুকুর পাই কি না।কী মনটা নস্টালজিক হয়ে গেল তো? হ্যাঁ, এই সে সুকুমার রায়ের বিখ্যাত অবাক জলপানের টুকরো অংশ। এখন আর পথিকের এই হেনস্তার কথা কল্পনাই করা যায় না। এখন অনেকেরই ব্যাগরে ভিতরে জলের ব্যবস্থা। কে জি ক্লাসের শিশুর পিঠে ব্যাগের ছোট্ট খোপে ছোট ওয়াটারবটল থেকে পি জি স্টুডেন্টের ব্যাগ, করণিক থেকে অফিসার, উকিল থেকে টিচার সবার নিজস্ব ব্যাগে খাবার জলের বোতল ঠিক অবস্থান করছে। আবার কারো ব্যাগে মিনারেল ওয়াটার বোতলের পুনর্ব্যবহারে, নয়তো সফট্ ড্রিংকসের খালি বোতলে পানের জল রাখা।

যখনই দরকার হচ্ছে তখনই একঢোক ভিজে যাচ্ছে গাল। আগের অবাক জলপান না হলেও অবাক জলপান বটেই। একেবারে বাক্যহীন নিঃশব্দে জলপান। পাশের কেউই জানতে পারলে না।

কী ধরনের প্লাস্টিক বোতল ব্যবহার করব?

প্লাস্টিক বোতল কি দিয়ে তৈরি হয়, এটা জানার আগে প্লাস্টিক ব্যাপারটা একটু জেনে নিই। প্লাস্টিক ব্যাপারটা একটু জেনে নিই। প্লাস্টিক মূলত জৈব পদার্থ, ছোট একটা অণু জুণে জুড়ে বড় অণুতে পরিণত হয়। অনেকটা যেমন পুঁতি দিয়ে মালা গাঁথা হয়। এরপর ওই সংগঠিত অণুর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাডিটিভ মেশানো হয়, পআস্টিক দ্রব্যটির বিভিন্ন চরিত্র বা ধর্ম আরোপ করার জন্য। প্লাস্টিকের দ্রব্যের আবার সাতরকম ভাগ আছে।

পলিইথিলিন টেরেথ্যালেট বা সংক্ষেপে হাইডেনসিটি পলিইথিলিন বা সংক্ষেপে।

পলিভিনাইল ক্লোরাইড বা সংক্ষেপে লো ডেনসিটি পলিইথিলিন বা

পলিপ্রপলিন বা

প্লাস্টিক কম্পোজিট— এ আমরা ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আজ প্লাস্টিক দ্রব্যদির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজার ব্রাশ থেকে শুরু করে আবার টুথপেস্টটাও প্লাস্টিক টিউব দিয়ে তারপর প্লাস্টিক প্যাকেটে দুধ ইত্যাদি, প্রভৃতির হাতে মোবাইল, আঙুলে ধরা পেনটা সবই প্লাস্টিকে তৈরি। এককথায় প্লাস্টিক আমাদের গ্রাস করছে। আর বেশি কঠিন উদাহরণে কাজ নেই। জলের মতো সহজ জিনিসে অবগাহন করা যাক। সাধারণত আমাদের মতো সাধারণ মানুষরা তিনভাবে বোতল সংগ্রহ করি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয়, তা হল কোল্ড ড্রিংকসের বোতল খালি হয়ে গেলে তার ব্যবহার। দ্বিতীয়ত, মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতলকে ব্যবহার করা। আবার কেউ কেউ বাজার থেকে নিজের পছন্দ, প্রয়োজন আর সামর্থ্য অনুযায়ী জলের বোতল কেনেন। খেয়াল রাখতে হবে কোল্ড ড্রিংকসের বোতল বা মিনারেল ওয়াটারের বোতলগুলি কিন্তু পুনর্ব্যবহারের যোগ্য নয়। আমরা ব্যবহার করি না। জেনে! আর বাজারের বোতলগুলির মধ্যে যেমন পিইটি বোতল আছে তেমনি এইচডিপিএফ দিয়ে তৈরি বোতলও রয়েছে।

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যায় সহজ সমাধান

ত্বক বিশেষজ্ঞের কাছে না গিয়ে রান্নাঘরের বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈলাক্ত যত্ন নেওয়া যায়।

এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সহজ ও কার্যকর কিছু উপায় সম্পর্কে যা তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা সমাধান করে।

ভুট্টার গুঁড়া ঃ এটি তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেশ কার্যকর। গরম জলে দুই টেবিল চামচ ভুট্টার গুঁড়া মিশিয়ে ঘন দ্রবণ তৈরি করতে হবে। এরপর তা পুরো মুখে মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। বালো ফলাফলের জন্য প্রতিদিন ব্যবহার করুন।

মধু ঃ ত্বকের যত্নে মধু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি তৈলাক্ত ত্বকের নানা রকমের সমস্যা, অস্বস্তিকর ‘ব্ল্যাকহেডস’ এবং লালচে দানা ত্যি্যাদি দূর করতে সাহায্য করে। এটি ত্বককে টানটান করে ও আর্দ্রতা দরে রাখতে সাহায্য করে।

মুখ, গলা ও বুকে মধুর মাস্ক লাগান। শুকিয়ে গেলে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর পাতলা তোয়ালে ব্যবহার করে চাপ দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন। মধুর প্রাকৃতিকভাবে ত্বক ‘এক্সফলিয়েট’ করার ক্ষমতা থাকায় তা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমায়। এটি ত্বকের ছিদ্র উন্মুক্ত করে ও বলিরেখা দূর করে।

চাইলে এর পরিবর্তে, মধুর সঙ্গে কাঠবাদামের গুঁড়া মিশিয়ে তা তৈলাক্ত ত্বকের উপর মালিশ করতে পারেন। পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করে হালকা গরম জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

টমেটোর ফেইস প্যাক ঃ এতে থাকে লাইকোপেন যা ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। এছাড়াও আছে ভিটামিন এ এবং সি যা ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। টমেটো প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি অতিরিক্ত তেল, ব্ল্যাকহেডস এবং দাগ কমাতে সাহায্য করে।

একটি টমেটো অর্ধেক করে কেটে তা চটকে নিন। বীজ আলদা করতে তা ছেঁকে নিন। একটি তুলোর বল দিয়ে মুখে টমেটোর রস লাগিয়ে নিন। বাড়তি সুবিধার জন্য এতে মধু যোগ করতে পারেন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর তা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ভালো ফলাফলের জন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

কলার মাস্ক ঃ কলা ও মধুর মাস্ক ত্বক প্রশমিত করে। একটি কলা ও এক টেবিল চামচ মধু একসঙ্গে ব্লেন্ড করে তাতে কয়েক ফোঁটা লেবু বা কমলার রস যোগ করুন। মাস্কটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন ও পরে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আলতো করে মুছে ফেলুন। এই মাস্কের সঙ্গে সামান্য ময়েশ্চারাইজার মিশিয়ে ব্যবহার করলে ত্বক আর্দ্র থাকবে।

কফি ঃ কফির গুঁড়া খনিকটা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে তা মুখে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে গেলে গরম জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এই সুস্বাদু-সুগন্ধি স্ক্রাব তৈলাক্ত ত্বক এক্সফলিয়েট করতে বেশ কার্যকর।

বেইকিং সোডা ঃ দুতিন টেবিল চামচ জলের সঙ্গে এক টেবিল চামচ বেইকিং সোডা মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। ত্বকে লাগান ও শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। বেইকিং সোডার আছে প্রদাহ বিরোধী ও জীবাণুনাশক উপাদান যা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য উপকারী।

অ্যালোভেরা ঃ সংবেদশীল ত্বকের সুরক্ষায় অ্যালোবেভ্রা তিন ভাবে কাজ করে।

- মুখ ও গলায় তাজা অ্যালোভেরার জেল লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এরপর ধুয়ে ফেলুন। এটি তৈলাক্ত ত্বকের যত্নে বেশ উপকারী।
- অ্যালোভেরার পাতা জলে ফুটিয়ে নিন। সেই জলে মধু মিশিয়ে মুখ ও গলায় লাগান। শুকিয়ে এলে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তেল মুক্ত ত্বক পেতে নিয়মিত এটি ব্যবহার করুন।
- চার টেবিল চামচ অ্যালোভেরার সঙ্গে দুই টেবিল চামচ ওটামিল মেশান ও ঘন দ্রবণ তৈরি করুন। এটি মুখে লাগিয়ে স্ক্রাব করুন। অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে এই মিশ্রণ। এবং মুখ থেকে ময়লা ও ধুলাবালি দূর করতে সাহায্য করে।

কমলার খোসা ঃ কমলার খোসা তৈলাক্ত ত্বক নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই পলের খোসা কয়েকদিন শুকিয়ে তা ভালোভাবে গাঁড়া করে নিন। তারপর জল অথবা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করুন। হাতে তৈরি এই প্রাকৃতিক মাস্ক ত্বকের লোমকূপের ছিদ্র উন্মুক্ত করে পরিষ্কার করে এবং এর ‘অ্যাস্ট্রিনজান্ট’ উপাদান ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করে।

লেবু ঃ সমপরিমাণ লেবুর রস, গোলাপজল এবং গ্লিসারিন মিশিয়ে মুখের ত্বকে ব্যবহার করুন। ২০ মিনিট অপেক্ষা করার পর তা ধুয়ে ফেলুন। এটি তৈলাক্ত ত্বকের নানারকম সমস্যা যেমন ব্রণ, ফুস্কুড়ি এবং দাগ ইত্যাদি দূর করতে সাহায্য করে।

লেবুতে আছে জীবাণুনাশক উপাদান। তাই এটি তৈলাক্ত ত্বকের যত্নে সবচেয়ে ভালো। গোলাপ জল অ্যান্টিসেপ্টিকের কাজ করে, তাই এটি ত্বক সতেজ রাখতে পরিষ্কারক ও টোনারের মতো কাজ করে। গ্লিসারিন ত্বক ঠিক মাত্রায় আর্দ্র করে। প্রতিদিন ত্বকের যত্ন নিতে এই মিশ্রণ কাঁচের বোতলে রেখে ব্রেফ্রিজারেইটারে সংরক্ষণ করতে পারেন।

অধিক ওজনে হৃদরোগ

নতুন কে গবেষণায় দেখা গেছে, কৈশোরে পুরুষের অধিক ওজন থাকলে, মধ্যবয়সে হৃদযন্ত্র অক্ষম হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। গবেষকরা জানান, হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার বড় বয়স এখন ৪৭ বছর, বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এটা এখন বড় হুমকি হয়ে গিয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যেসকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উচ্চতা এবং ওজনের অনুপাত (বডি ম্যাস ইনডেক্স বা বিএমআই) ২০ থেকে ২২.৫ তাদের বয়স্ক অবস্থায় হৃদরোগের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি থাকে। এই গবেষণার আরও প্রামাণিত হয় যে, মোটা পুরুষ যাদের বিএমআই ৩৫ বা তারও বেশি তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি আরও ১০ গুণ বেশি হয়। সুইডেনের ইউনিভার্সিটি অফ গথেনবার্গের অধ্যাপক আনিকা রোজেনগ্রেন বলেন, “সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য কৈশোরে শরীরে ওজন গুরুত্বপূর্ণ এবং কম বয়সে স্বাস্থ্যকর ওজন ধরে রাখা উচিত। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন গবেষণায় এতদিন বলা হচ্ছিল বিএমআই ১৮.৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে থাকলে ওজন ঠিক আছে বলে ধরে নিতে হবে। তবে এই পরিমাপক একককে বয়সের কথা উল্লেখ্য করা হয়নি।

ফলে যারা প্রাপ্ত বয়সে এসে ওই ওজনে নিশ্চিন্তে থাকেন। তাদের মধ্যেও অনেকে হৃদরোগের সমস্যায় পড়তে পারেন। অথচ তারা এতদিন নিজেদের শুকনা বলেই জানত। ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার জন্য ২৩ বছরের বেশি সময় ধরে, পাঁচ থেকে ৪২ বছর বয়সি ১৬ লক্ষেরও বেশি পুরুষের উপর জরিপ চালানো হয়। গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা পুনর্বিবেচনার সময় দেখা যায় ৫ হাজার ৪৯২ জন পুরুষের মধ্যে ৪৭ জন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রোজেনগ্রেন পরামর্শ দেন, “পৃথিবীজুড়ে মহামারী আকারে বৃদ্ধি পাওয়া ওজন বৃদ্ধির সম্যসা জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে হবে।

কম বয়সে রূপচর্চা করুন

বিশের ঘরে যাদের বয়স তাদের ত্বকে আলাদা উজ্জ্বলতা থাকে। তবে এ বয়সে অনিয়মটাও বেশি হয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ত্বক। ২০ থেকে ২৯-এর মধ্যে যাদের বয়স তাদের মধ্যে নতুন কিছু নিয়ে গবেষণা করার বা ব্যবহার করার আগ্রহ বেশি থাকে। তাছাড়া রাত জাগা, ফাস্টফুড খাওয়ার অভ্যাস, পুষ্টিকর খাবার এইড়য়ে চলা, ইত্যাদি কারণে ত্বক প্রাণহীন হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া এই বয়সে ত্বকে ব্রণের সমস্যাও বেশি হয়ে থাকে। তাই সময় থাকতে ত্বকের যত্ন নেওয়া গেলে ত্বকে বয়সের ছাপও পড়বে দেরিতে। রূপচর্চাবিষয়কটি একটি ওয়েবসাইটে এই বয়সে রূপচর্চার কিছু দিন তুলে ধরা হয়। নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার ঃ ত্বকে সানস্ক্রিন না মেখে ঘর থেকে বের হওয়ার একটি বড় ভুল। এতে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করে। তাই মেঘলা দিনেও সানস্ক্রিন না মেখে ঘর থেকে বাইপে পা রাখা ঠিক হবে না। আই স্ক্রিম ব্যবহার ঃ আই ক্রিমের দাম কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। তাই অনেকেই এড়িয়ে চলেন। তবে বয়সের চাপ প্রথমেই পড়তে শুরু করে চোখের চারপাশের ত্বকে। তাই বলিরেখা এবং চোখের কালি দূর করতে আইক্রিম বা সিরাম ব্যবহার করা উচিত। ভালো মানের সিরাম ব্যবহারে চোখের ফোলাভাবও কমবে। ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সিরাম ঃ শুষ্ক ত্বকে বলিরেখা পড়ে দ্রুত। তাই ত্বকের কেমলতা ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে যতটা সম্ভব।

শুক্রবার সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক নরেন্দ্র মোদির জাতি উদ্দেশ্য ভাষণ শুনেন। ছবি- নিজস্ব।

মারা গেলে জীবাণু থাকে না ভুল তথ্য মমতাকে তোপ দিলীপের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি স):ধাপায় করোনা আক্রান্ত মৃতের দেহ সৎকার নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। আর আজ নবান্ন থেকে সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান "মারা গেলে শরীরে জীবাণু থাকে না" ।মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।
এই প্রসঙ্গে সল্টলেকে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দিলীপ ঘোষ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিচিত্র কথা বলছেন ।মারা গেলে তার মধ্যে জীবাণু থাকে না। যারা প্রধানমন্ত্রীর মোমবাতি জ্বালানো নিয়ে বিজ্ঞান খুঁজছেন তারাই বলুন এটা কি ধরনের বৈজ্ঞানিক কথা। হুঁ বলেছে মৃতদেহতেও জীবাণু থাকে। উনি মানুষকে ভুল পথে চালিত করছে। প্রত্যেকদিন নতুন নতুন ভুল তথ্য নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন"।

গোয়ালপাড়ায় করোনা-আক্রান্ত তিন, সিল করে দেওয়া হয়েছে জেলার বহু গ্রাম

গোয়ালপাড়া (অসম), ৩ এপ্রিল (হি.স.) : তবলিগ-ই জামাত কাণ্ডের জেরে অসমে ক্রমশ বাড়ছে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা। মহামারি করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে জেলা প্রশাসনের কপালে। দিল্লির নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতের সম্মেলন-ফেরত গোয়ালপাড়ার তিনজন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর আরও তৎপর হয়ে উঠেছে জেলা প্রশাসন। করোনা-আক্রান্তরা যে গ্রামের বাসিন্দা সেই সব গ্রাম সমেত তার আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামকে জেলা মেজিস্ট্রেটের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকে সম্পূর্ণ সিল করে দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, মাটিয়ার কাছে বামুণপাড়া গ্রামে ১৮ বছর বয়সের এক যুবক করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরই জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বাকাইটারি তৃতীয় খণ্ড রাজস্ব গ্রাম, মুসকুড়ি এবং দহাপাড়া রাজস্ব গ্রাম, কারিপাড়া প্রথম খণ্ড এবং নন্দেশ্বর দেবালয় গ্রামগুলো সিল করেছে প্রশাসন। একান্ত জরুরি কাজে যারা গ্রামের বাইরে যাচ্ছেন তাদের স্যানিটাইজ করার পরই গ্রামের ভেতর ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১ এপ্রিল হাইলাকান্দি জেলার সব সীমান্ত সিল করে দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন বদরপুরের হসানপুরের করোনা-আক্রান্ত মুফতি জামাল উদ্দিন। তিনিই অসমে করোনা-আক্রান্ত প্রথম রোগী। করোনা-আক্রান্ত জামাল যে শুধু গুয়াহাটির হাতিগাঁও, আটগাঁও এবং করিমগঞ্জের বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন তা-ই নয়। ৫২ বছরের করোনা-আক্রান্ত জামাল উদ্দিন একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছিলেন। কাছাড় কাগজ কলের নিউটাউনশিপে অনুষ্ঠিত বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলে তিনি। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফ থেকে ওই ব্যক্তির পরিবারের সব সদস্যকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে তৎপর হয়েছে জেলা প্রাশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ।
অন্যদিকে হাইলাকান্দি জেলাশাসকের নির্দেশে জেলার সীমান্ত এলাকাগুলো সিল করে দেওয়ায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে গোটা হাইলাকান্দি জেলা। ঘরের বাইরে বেরোচ্ছেন না কেউ। হাইলাকান্দি জেলাবাসী জেলাপ্রশাসনকে নিজে থেকেই সহযোগিতা করছেন।

বাসন্তীতে পুলিশ ও চিকিৎসকদের মাস্ক বিতরণ

বাসন্তী, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা মোকাবিলার জন্য একদিকে যেমন পুলিশকর্মীরা দিনরাত এক করে রাস্তায় নেমে কাজ করছেন, তেমনি চিকিৎসকরাও দিনরাত এক করে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছেন। আর সেই কারণে তাদের সুরক্ষার জন্য তাদের হাতে মাস্ক তুলে দিলেন সমাজসেবী লোকমান মোল্লা।
শুক্রবার বিকেলে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সৈকত বেরার হাতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী ও আশা দিদিদের জন্য চারশো মাস্ক ও হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য সেফটি ড্রেস তুলে দেন লোকমান। পাশাপাশি বাসন্তী থানায় গিয়ে সমস্ত পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ারদের জন্য দুশো মাস্ক তুলে দেন থানার ওসি সৌমেন বিশ্বাসের হাতে। লোকমান বলেন, " করোনা মোকাবিলার জন্য যারা দিনরাত এক করে কাজ করছেন তাদের সুরক্ষা সকলের আগে প্রয়োজন। তাই আমি এই উদ্যোগ নিয়েছি। আগামীদিনে আরও প্রয়োজন হলে আমরা তার ব্যবস্থা করবো"। লোকমান মোল্লার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সৈকত বেরা। তিনি বলেন, " চিকিৎসকরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই সময় কাজ করছেন। স্বাস্থ্য কর্মীরা ও নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন। তাদের কথা ভেবে, তাদের সুরক্ষার জন্য লোকমান মোল্লা যা করেছেন সেটা খুবই ভালো উদ্যোগ। এই সময়ে সকলে সকলের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করলে করোনাকে আমরা অবশ্যই করতে পারবো"। বাসন্তী থানার ওসি সৌমেন বিশ্বাস বলেন, " উনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা খুবই ভালো। কারন এই পরিস্থিতিতে আমাদের মতো সমস্ত পুলিশকর্মীই রাস্তায় নেমে কাজ করছেন। তাদের সুরক্ষার কথা ভেবে যে উনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা প্রশংসনীয়"।

করোনায় মৃত্যু হয়নি মিজোরামে কর্মরত সিনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট মাধুর্যের

গুয়াহাটি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : মিজোরামের রাজধানী আইজলে নিজের ভাড়া ঘর থেকে উদ্ধারকৃত অসমের যুবক মাধুর্য ভুইয়াঁর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়নি। তাঁর মৃতদেহের ময়না তদন্ত করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডাক্তাররা।
গত রবিবার আইজলে ভাড়া বাড়ি থেকে গোলাঘাটের ৩৬ বছর বয়সি মাধুর্য ভুইয়াঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তা নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে কিনা তা নিয়ে ধন্দে পড়ে পুলিশ। নিশ্চিত হতে সোমবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর শরীরের প্রয়োজনীয় নমুনা পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার রিপোর্টে স্পষ্ট করা হয়েছে করোনায় মৃত্যু হয়নি মাধুর্য ভুইয়াঁর। ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট-এর সিনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট ছিলেন মাধুর্য। তিনি মিজোরামের আইজলে কর্মরত ছিলেন। অসমের গোলাঘাটে নিজের বাড়িতে মা, স্ত্রী এবং দুই সন্তান রেখে কর্মসূত্রে আইজলে তিনি একা থাকতেন। তাঁর সহকর্মীরা জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরে তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। রবিবার সকালে ভাড়াঘরের দরজা ভেঙে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এদিকে লকডাউনের মধ্যে মাধুর্য ভুইয়াঁর মৃতদেহ তাঁর গৃহজেলায় নিয়ে আসতে সমস্যায় পড়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজন।

করোনা-তাণ্ডবে ত্রস্ত সমগ্র বিশ্ব পৃথিবীব্যাপী মৃত্যু বেড়ে ৫২,৮৬৩

জেনেভা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): মৃত্যু ও সংক্রমণে লাগাম তো দূর অস্ত, যতদিন গড়াচ্ছে ততই বাড়ছে মৃত্যু সংখ্যা। করোনার প্রকোপে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত গোটা বিশ্বে। কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীব্যাপী মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৫২ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। সংক্রমিত কমপক্ষে ১,০১১,০০০ জন।
৩ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হোপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ১,০১১,০০০ জন। মৃতের সংখ্যা ৫২,৮৬৩ জন। করোনাভাইরাসের প্রকোপে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক আমেরিকা ও ইতালিতে। মৃত্যু বাড়ছে স্পেন, ভারত, জার্মানি, ফ্রান্সেও। ইউরোপজুড়ে এখন আতঙ্ক বিরাজমান। ইতালিতে ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন ১৩, ৯১৫ জন, স্পেনে মৃতের সংখ্যা ১০,৩৮৪ এবং ফ্রান্সে ৫,৩৯৮ জন।
শরীরে দুরারোগ্য রোগের বাসা, লকডাউনে দুর্গাপুরে পথকুকুরদের সেবা করে চলেছেন অবন্তিকা
দুর্গাপুর, ৩ এপ্রিল(হি.স.): শরীরে বাসা বেঁধেছে দুরারোগ্য। তবুও দমেনি। দিনরাত পথপশুদের চিকিৎসা, সেবায় মগ্ন। লকডাউনে পথ কুকুরদের নিয়ম বেঁধে খাওয়াচ্ছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের অবন্তিকা। একই সঙ্গে রাস্তায় নজরে পড়া ভবঘুরেদের খাবার দিচ্ছেন তিনি।
অবন্তিকা রায়। দুর্গাপুর হোস্টেল অ্যাভিন্যুয়ের বাসিন্দা। নিজের শরীরে ধমনীর সমস্যায় জর্জরিত। ইতিমধ্যে ৩০ টির বেশী কেমো নিয়েছে। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। তবুও থেমে থাকেনি। বিগত পাঁচ বছর ধরে আহত পথ পশুদের চিকিৎসা সেবা করে চলেছে। দুর্গাপুর শিল্পশহরের অলি গলিতে আহত পথপশুর সন্ধান পেলেই মুহুর্তেই ছুটে যায় সেবাশুশ্রুষার জন্য। কুকুর, বিড়াল, কিম্বা যেকোন পথপশুর ওপর নিষ্ঠুর আক্রামনের প্রতিবাদে সরব হয়। পথ পশু ছাড়া রাস্তা অসহায় ভবঘুরেদের সেবা করে থাকেন। সম্প্রতি চিনের উহান উজাড় করা নভেল করোনা থাবা বসিয়েছে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতে। করোনার মহামারী প্রকোপ রুখতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। ফলে বাজার, দোকান প্রায় সবই বন্ধ। বন্ধ জনসমাগম। তার জেরে সঙ্কটে পড়ে পথ পশুরা। দোকান বাজার, হোটেল খাবারের দোকান বন্ধ থাকায় একপ্রকার অভুক্ত অবস্থায় পথ কুকুরেরা। সঙ্কটজনক অবস্থায় নিজেরা সেবাকাজ জারি রেখেছে অবন্তিকা।
লকডাউনের শুরুর দিন থেকে দুর্গাপুর ভিড়িঙ্গী, গান্ধীমোড়, সিটিসেন্টার, আদালত চত্ত্বর, বিভিন্ন শপিংমল এলাকায় পথ কুকুরদের নিয়ম করে খাবার দিয়ে যাচ্ছেন। সকালের কখনও বিস্কুট, পাউরুটি। দুপুরে দুধভাত, আবার রাতে ভাত কিম্বা রুটি। তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে প্রোটিনযুক্ত খাবার। অবন্তিকা জানান,' দৈনিক ৬০-৬২ টি কুকুরকে খাবার দিতে হয়। একই সঙ্গে তাদের চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও ৬-৭ ভবঘুরেকে নিয়ম করে খাবার দিতে হয়।' সহযোগিতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পুলিশ ও মহকুমা প্রশাসন সর্বদায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও অনেক শুভাকাঙ্খী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। করোনা মোকাবিলায় মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, স্যানিটাইজার দিয়েছেন।' অবন্তিকার এই সেবাকাজকে সাধুবাদ জানিয়েছে শহরবাসী।

পরকীয়ায় বাধা দেওয়ায় গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ ভাঙড়ে

ভাঙড়, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : পরকীয়ায় বাধা দেওয়ায় এক গৃহবধূকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ের এনায়েতপুর গ্রামে। মৃত গৃহবধূর নাম সাবেরা বি বি(৩২)। শুক্রবার সকালে এনায়েতপুরের বাড়ি থেকে সাবেরার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এ বিষয়ে খবর দেওয়া হয় ভাঙড় থানায়। খবর পেয়ে ভাঙড় থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। সাবেরার বাপের বাড়ির অভিযোগ তার স্বামী মোক্তার মোল্লা নেশাভান করতো। নেশা করে বাড়িতে ফিরে নিত্যদিন স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতেন মোক্তার। পাশাপাশি তার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কও ছিল। সেই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক জেনে গিয়েছিল সাবেরা। তাতে বাধা দেওয়াতে দিনের পর দিন অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছিল তার উপর। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একাধিকবার বিবাহ বিচ্ছেদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু দুই পরিবারের সদস্যরা মিলে তখনকার মতো সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছিলেন তাদের দুই সন্তানের কথা ভেবে। দুজনের মধ্যে দীর্ঘ বারো বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক থাকলেও মোক্তার পরকীয়া ভুলতে পারেননি। আর বারে বারে তার প্রতিবাদ করায় বৃহস্পতিবার রাতে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে বাড়িতে ঝুলিয়ে দেয় বলে অভিযোগ সাবেরার পরিবারের। এ বিষয়ে ভাঙড় থানায় মোক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তারা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

করিমগঞ্জে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে সেনিটাইজিরে কাজ

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের আক্রমণে বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশগুলিতে মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র নায়কেরাও এই মারণ ভাইরাসের সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানির মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির তুলনায় এখন পর্যন্ত ভারতে এই ভাইরাসে আক্রান্ত সহ মৃত্যুও অনেক কম। এর জন্য বিশ্ব নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাইরাস মোকাবিলার স্ট্রেটেজির ভূঁয়সী প্রশংসা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্য সরকারও করোনা মোকাবিলায় প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যবাসীকে করোনা আক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে দিনরাত এক করে চলছেন। রাজ্যের প্রতিটি পুরসভাও পুর এলাকাকে করোনার কবল থেকে রক্ষা করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। করিমগঞ্জ পুরসভাও এর ব্যতিক্রম নয়। করোনা ভাইরাসের মতো মারণব্যাধী থেকে রক্ষা পেতে গোটা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে দিন রাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে করিমগঞ্জ পুরসভা। বুধবার থেকেই শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডকে সেনিটাইজিং করার উদ্দেশ্যে স্প্রে করা হয়। শহরের সচেতন জনগণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভাইরাস মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে করিমগঞ্জ পুরসভা। শহরের জল নিষ্কাশনের নালাগুলি পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করে, বিভিন্ন এলাকায় স্তূপীকৃত আবর্জনা সারাইয়েরও কাজ চলছে তড়িৎ গতিতে।
করোনা মোকাবিলায় যাতে কোনও ধরনের খামতি না থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বলতে গেলে তাঁরই বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমগ্র রাজ্যে চলছে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাস প্রতিরোধের যুদ্ধ। রাজ্যের প্রত্যেকটি সরকারি হাসপাতাল থেকে আরম্ভ করে বেসরকারি হাসপাতাল, খেলার মাঠ সব জায়গাতেই বানানো হচ্ছে কোভিড-১৯ হাসপাতাল। কোনও অবস্থাতেই চিকিৎসার অভাবে যাতে রাজ্যের একজন রোগীকেও অকালে প্রাণ দিতে না হয়। রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সীমান্ত শহর করিমগঞ্জেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার করার কাজ। একদিকে যেমন সামাজিক দূরত্ব রাখতে বলা হচ্ছে ঠিক তেমনি প্রত্যেকটি শহরকে দূষণমুক্ত ও দুর্গন্ধমুক্ত করে তোলার কথা বলা হচ্ছে। করিমগঞ্জ পুরসভার তত্ত্বাবধানে তিনদিন থেকে চলছে গোটা শহরে সেনিটাইজিংয়ের কাজ। উপ-পুরপতি জিশুকৃষ্ণ রায়, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর সদস্যা শিখা চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য পুর সদস্যরা নিজেরা দাঁড়িয়ে শহরকে দুর্গন্ধমুক্ত করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।
এ প্রসঙ্গে পুরনেত্রী অঞ্জনা রায় বলেন, করিমগঞ্জ শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডকেই পরিষ্কার করে তোলা হবে। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে সেনিটাইজিং স্প্রে দেওয়া হচ্ছে। এই মারণব্যাধী ভাইরাস যাতে কোনও অবস্থাতেই সংক্রমিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন রাতে এক এক করে প্রতিটি ওয়ার্ডে সেনিটাইজিং স্প্রে দেওয়া হবে। শহরের কোনও কোণায় যাতে কোনও রকমের আবর্জনা, দুর্গন্ধি না ছড়ায় তার জন্য দেওয়া হবে ব্লিচিং পাউডার। শহরবাসী সহ সমগ্র জেলাবাসীকে উদ্দেশ্য করে পুরনেত্রী অঞ্জনা রায় বলেন, এই মারণ ভাইরাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে সরকারি বিধি নিষেধ পালন করে চলুন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া কোনও অবস্থাতেই ঘর থেকে না বেরোনোর পরামর্শ দেন পুরনেত্রী অঞ্জনা রায়। অযথা ঘর থেকে বের হয়ে করোনার মতো ভয়ঙ্কর রোগকে আমন্ত্রণ জানাবেন না।
জেলা প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে পুলিশ প্রশাসন, করিমগঞ্জ পুরসভা, চিকিৎসক, নার্স, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, এমন-কি সংবাদ কর্মীরা পর্যন্ত করোনা মোকাবিলায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকতে পরামর্শ দেন পুরনেত্রী অঞ্জনা রায়।

করোনা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ অন্য রাজ্যের কাছে মডেল, দাবি মমতার

কলকাতা, ৩এপ্রিল (হি স): করোনা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের কাছে মডেল। শুক্রবার নবান্নে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী দু সপ্তাহ খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সময় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সঠিক চিকিৎসায় আক্রান্তদের সুস্থ করা যাবে বলেও সে বিষয়ে আশাবাদী তিনি। একই সঙ্গে করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে মন্তব্য তাঁর।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেশে আর কোন রাজ্যে এত ভালোভাবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছেনা। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে সেই পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। আপনারা অযথা ভিড় করবেন না সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনুন।' তিনি আরও বলেন, 'যেহেতু কিছু না বলেই লকডাউন হয়ে গেছে তাই সাধারণ মানুষের গুছিয়ে নিতে একটু অসুবিধা হচ্ছে।'
পশ্চিমবঙ্গের তিনটি দেশের সীমান্ত থাকায় এই রাজ্যে কোন সংক্রমণ বেশি হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও রাজ্যে সবথেকে বেশি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও রেলস্টেশন করোনা ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ বলে মন্তব্য তার। একইসঙ্গে ভিন রাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিকদের সমস্যা সুবিধা-অসুবিধা এর কথা নিয়মিত রাজ্যের তরফে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।
বিরোধীদের একহাত নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কাজ করলেই লোকে ভুল করে। কাজ না করলে ভুল হয় না। এখন রাজনীতি করার সময় নয়। এই লড়াই আমাদের জিততে হবে। করোনা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। তবে সতর্ক থাকতে হবে।'

করোনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথ্য কেন গোপন করছেন প্রশ্ন তুললেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহরতলী। আর এরই মাঝে করোনা নিয়ে " মুখ্যমন্ত্রী তথ্য কেন গোপন করছেন" এমনটাই প্রশ্ন তুললেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সল্টলেকে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশ্ন ছুড়লেন দিলীপ ঘোষ।
মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে দিলীপবাবু আরও বলেন, "উনি বলেই মানতে হবে এটা হয় না। ওনার পার্টি মানতে পারে আমি মানছি না । মুখ্যমন্ত্রী তথ্য গোপন করছেন। কেন গোপন করছেন ! করোনার তথ্য কেন গোপন করা হচ্ছে। বারবার মৃত্যুর পরিসংখ্যান বদলানো হচ্ছে। আসলে মৃত্যুর সংখ্যা কত। কোনটা ঠিক। আসলে বাস্তবে কোন কিছুই ঠিক নেই"।

করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় ভারতকে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা বিশ্বব্যাংকের

ওয়াশিংটন, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে ২১ দিনের লকডাউনের জেরে বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে দেশ। ঠিক তখনই ভারতের পাশে দাঁড়াল বিশ্বব্যাংক। ভারতকে ১ বিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্য করার ঘোষণা করল ওই সংস্থা। এই দেশে এখনও পর্যন্ত ওই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দু''হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৫৩ জনের।
এই সঙ্কটের সময়েই বিশ্বব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল যে, 'করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে ভারতকে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে সাহায্য করা হবে। ভারতীয় অর্থে যার মূল্য ৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি'। করোনা হানা দিয়েছে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই। তাই শুধু ভারতকেই নয়, করোনা আক্রান্ত বিশ্বের ২৫ টি দেশের জন্যেই বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুমোদন করল বিশ্বব্যাংক, সব মিলিয়ে মোট ১.৯ বিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্য করছে তারা। যার মধ্যে অবশ্য বেশিটাই আসছে ভারতের ভাগে।
বিশ্বব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতকে এক বিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়ে সাহায্য করা হবে। মূলত, করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের উন্নততর পরীক্ষা, এটি ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ছে কিনা তা দেখা, গবেষণাগারে চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি ও চিকিৎসাকর্মীদের হাতে পিপিই কিট পৌঁছে দেওয়ার কাজেই এই বিপুল অর্থ ব্যয় করা যাবে। এছাড়াও এই অর্থ দিয়ে ভারত নতুন করে অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি করতে পারবে। ভারত ছাড়াও সহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেকগুলো দেশের পাশেই দাঁড়িয়েছে বিশ্বব্যাংক। পাকিস্তানকে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, আফগানিস্তানকে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, মালদ্বীপকে ৭.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং শ্রীলঙ্কাকে ১২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে তারা।

নিজামুদ্দিনে ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকারীদের মধ্যে ৬৫০ জনের শরীরে মিলল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : গত দু''দিনে দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকার মসজিদে আয়োজিত ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকারীদের মধ্যে ৬৫০ জনের শরীরে ধরা পড়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। শুক্রবার সরকারের পক্ষ থেকে একথা জানানো হয়েছে।
এক স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কর্মী জানিয়েছেন, "গত দু''দিনে তাবলিগি জামাতের সমাবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তদের মধ্যে ৬৪৭টি করোনা সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে।"''' তিনি আরও জানান, ১৪টি রাজ্যে এর থেকে সংক্রমণ ছড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, দিল্লির মরকজ নিজামুদ্দিন নামে পরিচিত ওই মসজিদটিতে একটি ধর্মীয় সমাবেশ উপলক্ষে মার্চের মাঝামাঝি অন্তত দুই থেকে আড়াই হাজার লোক সমবেত হয়েছিলেন। শহরের একটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি এলাকায় একটি ছ''তলা ভবনের ডর্মিটরিতে তারা সবাই গাদাগাদি করে ছিলেন। করোনা সতর্কতার মধ্যেই আয়োজিত হয়েছিল ওই সমাবেশ। এর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুসলিমরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন বহু বিদেশি নাগরিকও। সমাবেশের পরে অনেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেন করোনা সতর্কতায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ সত্ত্বেও।

শুক্রবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বীরভূমের ইলমবাজারে গুজব ছড়িয়ে রিসর্টে হামলা চালালো গ্রামবাসীরা

ইলামবাজার, ৩ এপ্রিল (হি.স.): বিদেশ থেকে ফিরেছেন রিসোর্ট মালিক।এমনই গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় গ্রাম জুড়ে। তাই তাঁর থেকে ছড়াতে পারে করোনা সংক্রমণ। এমনই আতঙ্ক থেকে রিসোর্টে ভাঙচুর চালালো গ্রামের বাসিন্দারা। বীরভূমের ইলামবাজার থানার গোপালনগর গ্রামের ঘটনা। বাধা দিতে গেলে পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয় বলে খবর।

অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের উস্কানিতেই বীরভূমের ইলামবাজার থানার গোপালনগর গ্রামের ওই রিসর্টে ভাঙচুর চালানো হয়। বাধা দিতে গেলে পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। পরে বোলপুরের এসডিপিও নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ইলামবাজারের গোপালনগরে রাস্তার ধারে রয়েছে একটি বেসরকারি রিসোর্ট। ওই রিসর্টের মালিক সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ফিরেছেন এমনই একটি গুজব রটিযে দেওয়া হয় গ্রামে। রিসোর্টের মালিক উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছেন। ওষুধ শেষ হয়ে যাওয়ার কারনে তিনি পুলিশের সাহায্য চেয়েছিলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে ওষুধ পৌছে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা তা দেখে আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।অতএব মালিক করোনা অসুস্থ। তাই তাঁর থেকে ছড়াতে পারে করোনা সংক্রমণ, এই আশঙ্কায় আজ রিসর্টের সামনে জমায়েত হয়ে প্রথমে বিক্ষোভ দেখান গ্রামের বাসিন্দারা। পরে রিসর্টটিতে ভাঙচুর চালানো হয়। অথচ ঘটনাস্থলে ছিলেন না রিসোর্ট মালিক।

পুলিশের দাবি, রিসোর্টের মালিক আদৌ বিদেশে যায় নি। কেউ বা কারা এই গুজব রটিয়ে মানুষকে উস্কানি দিয়েছে। শুরু হয় ভাঙচুর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থানে আসে ইলামবাজার থানার পুলিশ। পুলিশ বাধা দিতে গেলে তাদের গাড়ির কাঁচও ভেঙে দেওয়া হয়।পরে বোলপুরের এসডিপিও অভিষেক রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এলাকা সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় দুই তৃণমূল নেতা দুলাল ঘোষ ও লালন সেখের উস্কানীতেই মানুষ হাঙ্গামা চালিয়েছে রিসোর্টে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আসলে রিসোর্টকে কোয়ারান্টিন সেন্টার করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বিডিও সহ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক রিসোর্ট পরিদর্শনেও গিয়েছিলেন। সেই কারনেই মানুষের মধ্যে আশঙ্কা দাঁনা বাঁধে হয়ত রিসোর্টে করোনা সন্দেহে কাউকে রাখা আছে।

জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান """ গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ উস্কানী ছড়ান, করোনা আক্রান্ত রোগী আছে বলেই পুলিশ প্রশাসন বারবার আসছে রিসোর্টে। ফলে বৃহস্পতিবার গ্রামবাসীরা রিসোর্টে বিক্ষোভ দেখান এবং শুক্রবার সকালে রিসোর্টে ঢুকে ভাঙচুর করেন। ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে।""

এই বিষয়ে তৃণমূল পরিচালিত ইলামবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রবি মুর্মু বলেন, 'গ্রামবাসীদের কেউ বা কারা ভুল বুঝিয়ে ছিল। তাই এই ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দলের কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়।পরে গ্রামবাসীদের প্রকৃত ঘটনা বলে বুঝিয়ে শান্ত করা হয়েছে।'

জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, 'মালিক আমেরিকা থেকে এসেছে বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। রিসর্টে হামলা করা হয়েছে। আমরা দুজন কে গ্রেফতার করেছি।

মাদারিহাটে নিষিদ্ধ কাফ সিরাফ সহ ধৃত দুই হোম ডেলিভারি বয়

বীরপাড়া, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের বিভিন্ন এলাকায় ঘরে ঘরে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ পৌঁছে দিচ্ছে হোম ডেলিভারি বয়রা। শুক্রবার দুপুরে মাদারিহাট থানার অন্তর্গত উত্তর রাঙ্গালিবাজনার জাহাদিপাড়ায় নেশার সামগ্রীর দুই হোম ডেলিভারি বয়কে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।ধৃতদের কাছে ৯০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও ৮ বাক্স সিডেটিভ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে একটি বাইক।

জানা গিয়েছে, শুধু মদ নয়, নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, নেশার ট্যাবলেট, সবকিছুতেই হোম ডেলিভারির সুবিধা মেলে। বীরপাড়া ও মাদারিহাটের চোরাচালানকারীর নেটওয়ার্ক রয়েছে জয়গাঁ ও ফুন্টশোলিং পর্যন্ত। আবার ওই নেটওয়ার্কের একটি শেকড় রয়েছে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথির কাছে মাদ্রাসা মোড়ে। রাত হলেই মাদ্রাসা মোড়ে খুচরো দরে মেলে কাফ সিরাপ, সিডেটিভ ট্যাবলেট। শুক্রবার মাদ্রাসা মোড় এলাকারই দুই যুবককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন উত্তর রাঙ্গালিবাজনার বাসিন্দারা। পুলিশ ধৃতদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

জরুরী পরিষেবা

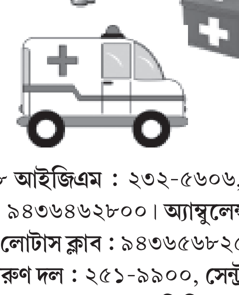

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রাক্তন কর্মীদের বাড়িতে পেনশন পৌছে দিচ্ছে ডাক কর্মীরা

সিউড়ি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনা মোকাবিলায় লক ডাউনের মাঝে সিউড়ী বড় ডাকঘর আজ এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। ডাক বিভাগের সাত্তোর উর্দ প্রাক্তন কর্মী পেনশন প্রাপকের বাড়িতে গিয়ে পেনশনের টাকা পৌছে দিলেন ডাক কর্মীরা আধিকারিকরা। করোনা প্রকোপের জেরে লক ডাউনের মাঝে বাড়িতে বসে পেনশন পেয়ে উচছসিত প্রবীন ডাক কর্মীরা।শান্তিনিকেতনের গুরু পল্লীর বাসিন্দা ৮৫ বছরের কৃষ্ণ চন্দ্র সরকার। আর বাড়ি থেকে বেরতেই পারেন না। অসুস্থ। তার বাড়িতে ডাক বিভাগের আধিকারিক সমর মন্ডল পৌছে দেন পেনশন। টাকা হাতে পেয়ে চোখ ছলছল করে ওঠে সমর বাবুর। তিনি বলেন, আমার দপ্তর এই দুরদিন যেভাবে পাশে দাঁড়ালো তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

জেলা ডাকঘর সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশ জুড়ে করোনা মোকাবিলায় লক ডাউনের মাঝে গৃহ বন্দী সকলেই। পরিসংখ্যান বলছে করোনা সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে প্রবীন দের মধ্যে তাই সতর্ক বার্তায় ৬০ উর্দ সকল কে বাড়ি থেকে না বেরোনোয নির্দেশ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এই অবস্থায কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী ডাক বিভাগের প্রাক্তন কর্মীদের বাড়িতে পেনশন পৌছে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সারা বীরভূম জুড়ে শুক্রবার থেকে এই কাজ শুরু করেছে ডাক বিভাগের কর্মীরা।

সিউড়ি হেড পোস্ট অফিস থেকে সহকারী পোস্ট মাস্টার অনন্ত পাল নিজে গিয়ে সিউড়ির বিবেকানন্দ পল্লীর বাসিন্দা প্রাক্তন ডাক কর্মী শ্রী জগদীশ্বর চক্রবর্তীর বাড়িতে বসে পেনশন পেয়ে দারুন খুশি। তার স্ত্রী তুলসী চক্রবর্তী বলেন, 'আমি আর আমার স্বামী বাড়িতে থাকি। এই করোনা পরিস্থিতির মাঝে কিভাবে পেনশন তুলতে যাবেন উনি তাই নিয়ে খুবই চিন্তায় ছিলাম। আজ ডাক বিভাগের অফিসাররা এসে বাড়ি পেনশন পৌছে দিল আমরা কৃতজ্ঞা জানাই।' ডাক বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা জুড়ে এই কাজের তদারকি জন্য পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে ডাক বিভাগের বীরভূম মন্ডল। দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে জেলায় মোট ৮৭০ জন পেনশন প্রাপক আছে। তার মধে ৮৬ জন রয়েছে সাত্তোর উর্দ বয়সের। এদের কেই সবার আগে বাড়িতে পেনশন পৌছে দেবার কাজ শুরু করেছে ডাক বিভাগ।

একই ভাবে প্রাক্তন ডাক কর্মী রামপুরহাটের ১৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা পার্থ নারাযন বিশ্বাসের বাড়িতেও পেনশন পৌছে দেন ডাক বিভাগের কর্মীরা। তবে শুধু সাত্তোর উর্দ নয়, অবসর প্রাপ্ত যেসকল ডাক কর্মী এই অবস্থায বাড়িতে বসে পেনশন চাইছেন তাদের কাছে এই পরিষেবা দেবার উদ্যোগ নিয়েছে ডাক বিভাগের বীরভূম জেলা কতৃপক্ষ। এই বিষয়ে সিউড়ি হেড পোস্ট অফিসের সহকারী পোস্ট মাস্টার অনন্ত পাল বলেন, 'দেশ জুড়ে করোনা মোকাবিলায় ডাক বিভাগ তাদের জরুরি পরিষেবা চালু রেখেছে। আমাদের প্রাক্তন কর্মী দের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই জেলা জুড়ে আমরা প্রাথমিক ভাবে সাত্তোর উর্দ প্রবীন দের বাড়িতে গিয়ে পেনশন পৌছে দেবার কাজ শুরু করেছি।

তবলিগি জামাতের সমাবেশে হাজির হওয়া ৬৪৭ জন করোনায় আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির নিজামউদ্দিনের তবলিগি জামাতের সমাবেশে হাজির হওয়া মানুষদের নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে গোটা দেশে। সেই উদ্বেগ এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দিল সরকারের একটি পরিসংখ্যান। শুক্রবার স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে বলা হয়, "তবলিগি জামাতের সমাবেশে হাজির হয়েছিলেন এমন ৬৪৭ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে গত দু'দিনে।"স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, মার্চ মাসের শুরু থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দিল্লির নিজামউদ্দিন মারকাজে অনুষ্ঠিত তবলিগ জামাত সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, ফ্রান্স-সহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৩০০ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন সমাবেশ। সেই সব প্রতিনিধি এবং তাঁদের সংস্পর্শে আসা মিলিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট ৫৫০ জনের কোভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট আসে। আজ তা বেড়ে হয়েছে ৬৪৭ জন। আরও অনেকে ভর্তি দিল্লি-সহ দেশের ২৩টি রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে।

কাঁকসায় মদ বিক্রির অভিযোগে ধৃত বিজেপিকর্মী সহ ৩

দুর্গাপুর, ৩ এপ্রিল(হি. স.) : অবৈধভাবে চুল্লু-মদ বিক্রি করার অভিযোগে আবগারি দপ্তর ও কাঁকসা থানার পুলিশের জালে ধরা পড়ল বিজেপি কর্মী সহ তিনজন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতদের নাম, নিত্যগোপাল সুকুল পানাগড় গ্রাম এলাকার বাসিন্দা। ওই এলাকার বিজেপিকর্মী এছাড়াও বাবলু বাগদি ও সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। ধৃতদের শুক্রবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের ৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আবগারি দপ্তর ও কাঁকসা থানার পুলিশ পানাগড় বাজার সহ পানাগড় গ্রামে দুটি চুল্লু-মদের ভাঁটিতে অভিযান চালায়। হাতেনাতে স্থানীয় বিজেপিকর্মী নিত্যগোপাল সুকুল চুল্লু বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। পাশাপাশি পুলিশ আরও দুই অভিযুক্ত"কে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ২৫ লিটার চুল্লুমদ সহ বেশ কয়েক লিটার দেশী-মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবী করে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

আপনাদের ইচ্ছে হলে জ্বালবেন আমার ইচ্ছে হলে ঘুমাবো, মোদীর মোমবাতি জালানো প্রসঙ্গে মমতা

কলকাতা, ৩এপ্রিল (হি স): রাজ্য-কেন্দ্র বিরোধ অব্যাহত। ৫ এপ্রিল রাত নটার সময় মোমবাতি প্রদীপ ফোনের ফ্লাশ লাইট জ্বালিয়ে ঐক্যের বার্তা দিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে এই বিষয়টিকে মোটেই ভালভাবে নেয়নি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে মেজাজ হারালেন তিনি।শুক্রবার সকালে জাতির উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান কর্নার থেকে বাঁচার জন্য এর আগেও ঐক্য তার পরিচয় দিয়েছিল ভারত তেমনই আগামী ৫ তারিখ মোমবাতি জ্বালিয়ে ফের ঐক্যের বার্তা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া চাইলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের যদি মনে হয় প্রধানমন্ত্রী ভাল কথা বলেছেন, আপনারা শুনবেন। আমার ইচ্ছে হলে আমি ঘুমাবো। আমি কেন প্রধানমন্ত্রীর কথায় নাক গলাতে যাব'। একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'এখন রাজনীতি করবেন না। এটা রাজনীতি করার সময় নয়।'

প্রধানমন্ত্রীকে সোমেন মিত্রর খোলা চিঠি

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) থালা বাজানো ? মোমবাতি জ্বালানো? নাকি দেশের অর্থনীতি এবং গরিব মানুষকে বাঁচানো? আপনার কাছে কোনটা অগ্রাধিকার? শুক্রবার 'প্রিয় প্রধানমন্ত্রী' সম্বোধনে খোলা চিঠিতে এটা জানতে চাইলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র।নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ করে এই চিঠিতে সোমেনবাবু লিখেছেন, "আগে থেকে পরিকল্পনা না করে লক ডাউন ঘোষণা করলেন। এর আগেই আপনার আগের ভুল সিদ্ধান্তগুলো (নোটবন্দি, ত্রুটিপূর্ণ জি এস টি) দেশের অর্থনীতি কে খাদের কিনারায় নিয়ে এসেছে। আপনার ভাষণে দেশের মানুষ কি ভাবে বাঁচবে তাঁর তো কোন কথা নেই। পরিযায়ী শ্রমিকদের আগেই তাঁদের বাড়ি চলে যেতে বলতে পারতেন। তাহলে আপনার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে গরিব মানুষগুলোকে বিষ দিয়ে স্নান করাতে হত না।"প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কথায়, "আপনার কাছে এই গরিব মানুষগুলো তাঁদের বিরুদ্ধে এই অমানবিককাজের জন্য একটু সহানুভূতি আশা করেছিল। সহানুভূতি পেলো না। যারা মাইলের পর মাইল হেটে বাড়ি ফিরতে গিয়ে রাস্তায় মারা গেলেন তাঁদের পরিবারের উদ্দেশ্যেও কিছু বললেন না।আমরা ভেবেছিলাম আপনি অন্ততঃ ন্যায় প্রকল্পের মত কিছু ঘোষণা করবেন যাতে গরিবমানুষের ব্যাঙ্কের খাতায় সরাসরি অর্থ পৌঁছত। তাও করলেন না। 'হু'--র পরামর্শ মত আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করার পর্যাপ্ত পরীক্ষা হচ্ছে কোথায় ? তার জন্য পরিকাঠামো কোথায় ?

রতন কাহার স্বীকৃতি পাবেন প্রতিশ্রুতি বাদশার

সিউড়ি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): আজও জানেনা উপেক্ষিত শিল্পী রতন কাহার। অথচ তাকেই প্রাপ্য সন্মান ও সাম্মানিক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাদশার তরফ থেকে।

'বড় লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেঁদাফুল" বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে ট্রেন্ডিং। বাংলা লোকগীতিকে নিজের ব্যাপে ব্যবহার করে নয়া মোড়কে শ্রোতাদের কাছে নিয়ে এসেছেন ব্যাপার বাদশা। আর তাই এই 'গেন্দাফুল' গানটির জন্যে তাকে বিড়ম্বনা তেও পড়তে হয়েছে। কারণ এই লোকগীতি যাঁর সৃষ্টি, সেই রতন কাহারের নাম গানের কোথাও করা নেই। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই খ্যাতনামা ব্যাপার বাদশার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দার ঝড় বইতে শুরু করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে মঙ্গলবার অর্থাৎ ৩১ মার্চ 'গেন্দাফুল' গান এবং বাংলার রতন কাহার প্রসঙ্গে মুখ খুলতে বাধ্য হন বাদশা।

এই প্রসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুললেন বাদশা। তিনি বলেছেন, এই গান রতন কাহারের তিনি জানতেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বক্তব্য ছিল এই রকম, "আমি ওই গান রচয়িতার নাম খোঁজার চেষ্টা করেছি কিন্তু খুঁজে পাইনি। ২৬ মার্চ আমি জেনেছি, রতন কাহারের নাম। আমি জানি উনি একজন মহান শিল্পী। শুনেছি ওঁর অর্থনৈতিক অবস্থাও ভাল নয়। আমি ওঁকে সম্মান দিয়ে সাহায্য করতে চাই।"

কিন্তু তিনি জানিয়েছেন শিল্পী হিসেবে তিনি অন্য শিল্পীকে সম্মান করতেই শিখেছেন। 'বড় লোকের বেটি লো'-এর ক্ষেত্রেও তাঁর কোনও খারাপ অভিসন্ধি ছিল না। তিনি বলেন, "লকডাউন না থাকলে আমি রতন কাহারের বাড়ি চলে যেতাম।" বাদশা জানান, এই পরিস্থিতিতেও রতন কাহারকে যে কোনও রকম সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত।

নিজের হিন্দি গানের পাঞ্চলাইনে বাংলার লোকশিল্পী রতন কাহারের লেখা 'বড়লোকের বিটি লো' গানটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই নেটজেনের রোষের মুখে বাদশা। ১৯৭২ সালে রতন কাহার গানটি লিখেছিলেন।সেই সময় আকাশবানীতে গান টি রেকর্ড করেন শিল্পী। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে ওই গান স্বপ্না চক্রবর্তী গানটি রেকর্ড করে বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। এক কুমারী মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রতনের, তাঁর কাছ থেকেই এই গান লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি।

বীরভূমের বিশিষ্ট শিল্পী অতনু বর্মন ফেসবুকে পোস্ট দেন বাদশার তরফে যোগাযোগ করা হয়েছে। অতনু বর্মন এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বাদশার বন্ধু ওর টিমের অন্যতম কর্তা দীপঙ্কর রায তাকে ফোন করে জানিয়েছেন শিল্পী কে সন্মান দিতে রাজি। তবে প্রমান চাই। সেই মত বেশ কিছু তথ্য আমি ওনাকে পাঠাই। প্রসঙ্গত দেশ জুড়ে সোস্যাল মিডিয়ায হইচই হবার পর বাদশার বন্ধু, সংস্কৃতি ও ফিল্ম নির্মাতা ড় দীপঙ্কর রায় সমস্ত বিষয় টি বাদশার নজরে আনেন।

এদিন এই সময় কে বাদশার বন্ধু দীপঙ্কর রায় জানান, 'বাদশা আমার বন্ধু। ও নিজে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুধু জানিযেছেই নয। ও আমাকে বলেছে শুধু অর্থ সাহায্য নয়। রতন কাহারের প্রাপ্য সন্মান এবং সাম্মানিক দেবে। যে হেতু এটা রিলিজ হযে গেছে। তবুও ভিডিও রি এডিট করে কো লিরিকিস্ট হিসাবে রতন বাবুর নাম তার অ্যালবামে দেবেন।'

বাদশা এই গান যে রতন বাবুর তা জানতে না। তাই প্রমান চেয়ে ছিলেন। কিন্ত দীপঙ্কর বাবুর কথায়, আমরা প্রাথমিক ভাবে কিছু তথ্য পেয়েছি। তার প্রেক্ষিতেই রতন বাবু কে স্বীকৃতি দিতে চাই। লক ডাউন কেটে গেলে তা আর ও পরিস্কার হবে।'

শুধু তাই নয় বাদশা নিজেও বাংলা লোক গানের প্রেমে পরেছে। যে গানে এত মাদকতা তা অনুভব করছে। তাই আগামী দিনে রতন বাবুর অন্য গান নিয়ে ও কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাদশা। দীপঙ্কর বাবু বলেন,' লোক গান আজ সারা পৃথিবী তোলপাড় করছে তা অনুভব করে বাদশা রতন কাহারের অন্য গান নিয়ে ও কাজ করতে আগ্রহী।'

আগামী দিনে বাদশা কে কোলকাতা এনে রতন বাবুর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান করানোর উদ্যোগ শুরু করছেন দীপঙ্কর বাবু।এদিকে খোদ শিল্পী মাটির মানুষ রতন কাহার আজও জানেন না বাদশা ঠিক কি কি বলেছে। কারন তার কাছে আজ ও কোন কেউ যোগাযোগ করে নি। তাই রতন বাবু বলেন,' আমাকে অনেকেই ফোন করছে তবে।শিল্পী বাদশার নাম করে কেউ যোগাযোগ করেছে বলে মনে পরছে না।'যদিও শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তী। যিনি ১৯৭৬ সালে প্রথম এই গান রেকর্ড করে খ্যাত হয়েছিলেন তিনি অবশ্য এই গান কার তা নিয়ে বলেন, 'আমি তখন এক জন সাধারণ তরুনী।আমাকে রাধাকানত নন্দীর ভাই সুরকার চন্দ্র কান্ত নন্দী গান টা গাইযে ছিলেন।এরপরেও আমি রতন কাহারের একাধিক গান গেযেছি। রেকর্ডে ওর নাম ও দিয়েছি। যদি জানতাম তা হলে এই গানে ও নাম দিতাম। বন্ধু রতন স্বীকৃতি পেলে সবচেয়ে আমি আনন্দিত হব।

বিকানিরে

● প্রথম পাতার পর

পাওয়া যায়নি। কিন্তু, আগামীকাল তাদের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। এদিকে, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৮২৪ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ১৪ দিনের পর্যবেক্ষণ সময়সীমা অতিক্রম করেছেন ৩২০৪জন। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছে ১৩৪ জন এবং বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৬৪৮৬ জন। এছাড়া, নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৬১ জনের এবং তাঁদের রিপোর্ট রেগেটিভে এসেছে।

কটাক্ষ সূর্যকান্ত মিশ্রর

আটের পাতার পর

মিশ্র।"মোমবাতি না জ্বালিয়ে টর্চ জ্বালানো নিরাপদ, আপনার মোবাইলে আছে" টুইট করে কটাক্ষ সূর্যকান্ত মিশ্রর।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, " মোমবাতি না জ্বালিয়ে টর্চ জ্বালানো নিরাপদ, আপনার মোবাইলে আছে। যারা দেশবাসীর কোষাগারে সিঁধ কাটছে তাদের ধরে লক ডাউন না ভেঙে, লক আপে পোরা জরুরী। দেশের সরকারের সার্কাস দেখুন।লক ডাউন ভেঙে মোমবাতি কেনার ধুম, সেগুলো জ্বালিয়ে লক ডাউন ভাঙার মিছিল বের করার জন্য হুড়োহুড়ি? মোদীর কারফিউ ভাঙার কাঁসর ঘন্টা বাজানো "ফির একবার" হবে"! এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাইয়ের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে সূর্যকান্ত বাবু আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে কি নির্দেশ দিয়েছেন? আপনার প্রতিক্রিয়া চাই"।

অভিযোগ দায়ের

আটের পাতার পর

খুলে সম্পুর্ন উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওয়ার্ডের মধ্যে। এমনকি কোন নার্সকে দেখলেই তাঁদের কাছে তারা বিড়ি,সিগারেট চাইছে। নার্সরা তা দিতে অস্বীকার করলে অসভ্য ভাষায় তাদের গালিগালাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

গোটা ঘটনা নিয়ে রীতিমত ক্ষুব্ধ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনিও পুলিশকে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, চিকিতক-স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিযোগ পাওয়ার পর মহিলাদের নিরাপত্তার খাতিরে নেওয়া হল আরও একটি সিদ্ধান্ত। এবার থেকে জামাতের সদস্যদের দেখাশোনা করতে কোনও মহিলা চিকিতক, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ করা হবে না। সুরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হবে না কোনও মহিলা পুলিশকে।

পুলিশে দিল জনতা

আটের পাতার পর

থানায় অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ আবু ইউসুফকে জালে তুলতে পারেনি। অবশেষে শুক্রবার পশ্চিম ইয়াজেখাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হদিস মিয়ার নেতৃত্বে এলাকার কিছু যুবক বাবুরবাজার এলাকা থেকে নেশা সামগ্রীসহ আবু ইউসুফকে পাকড়াও করে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে ইরানি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ আবু ইউসুফকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগার সহ বেশ কয়েকটি কৌটা ও কিছু সিরিঞ্জ। পুলিশ আবু ইউসুফকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার সময় আবু ইউসুফ নিজেও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। এই বিষয়ে জানান গ্রামের প্রধান।

আগে উনি হিসাব দিন তারপর আমরা দেব কটাক্ষ দিলিপের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি স): শুক্রবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যকে সাহায্য করেনি কেন্দ্র। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন , "আগে উনি হিসাব দিন তারপর আমরা দেব "। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, " যেখানে সব রকম সাহায্য নিয়ে তৈরি তখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা বলে রাজনীতি করছেন মমতা।উনি কি চেয়েছিলে কি পাননি সেই সেই লিস্ট আগে দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ২৭ তারিখ ৬৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দেয় রাজ্য সরকারকে। তখনো একজনও মারা যায়নি বাংলায়।হয়তো তখন কেউ আক্রান্ত হয়নি। কি চেয়েছেন কি পেয়েছেন বলুন।আগে উনি হিসাব দিন তারপর আমরা দেব।তা না করে উনি রাজনীতি করছেন"।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বলেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিকের নেতৃত্বে ২৪ সদস্যের একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে দল। এই টাস্ক ফোর্স সরকারের যেসব সুযোগ সুবিধা জনগণকে দেওয়ার কথা সেগুলির দিকে নজর রাখবে এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে রিপোর্ট করবে। তারপর বিষয়টি প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতে নেবে।

তহবিলে

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করার লক্ষ্যে একটি চিঠি লিখে মুখ্যসচিবের হাতে দিয়ে আসে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। পরবর্তী সময় মেলারমাঠস্থিত সিপিআইএম কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বিষয়ে জানান বিধায়ক তপন চক্রবর্তী। তিনি আরও জানান আগরতলা শহরের বাইরে বামফ্রন্টের যে সকল বিধায়করা রয়েছে তারা মহকুমা শাসকের নিকট এই চেক প্রদান করবে।

বিসর্জন

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, অন্যান্য বছর মায়ের যাত্রা উপলক্ষ্যে ব্যান্ড বাজানো হতো, শোভাযাত্রা করে মূর্তি নিয়ে দশমীঘাটে যেতাম আমরা। কিন্তু এবার করোনা ভাইরাসের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক অনুমতি দেননি। তাই, দুর্গাবাড়ি দীঘি-তেই বিসর্জনের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

সর্বাধিক আক্রান্ত মহারাষ্ট্রে, তারপরই কেরল। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৫, কেরলে ২৮৬, কর্ণাটকে সংক্রমিত ১২৪ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ১৩২ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১০ জন, অসমে ১৬ জন, বিহারে ২৪ জন, চন্ডীগড়ে ১৮ জন, দিল্লিতে ২১৯, গোয়ায় ৬ জন, গুজরাটে ৮৭ জন, হরিয়ানায় ৪৩ জন, হিমাচল প্রদেশে ৬ জন জম্মু-কাশ্মীরে ৭০ জন, ঝাড়খণ্ডে দু''জন, লাদাখে ১৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯৯ জন, মণিপুরে দু''জন, মিজোরামে একজন ওড়িশায় ৫ জন, পুদুচেরিতে ৩ জন, পঞ্জাবে ৪৬ জন রাজস্থানে ১৩৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৩০৯ জন, তেলেঙ্গানায় ১০৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ১০ জন, উত্তর প্রদেশে ১১৩ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫৩ জন।

সভা

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ার জন্য দফতরের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন রুটে ৪-টি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সেই গাড়িগুলি আগরতলা থেকে সংবাদপত্র নিয়ে প্রতিটি জেলায় পৌঁছে দিচ্ছে।

তাছাড়া সময় সময় রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে, বলেন তিনি। এদিকে, সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরাও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে ধরেন। পরবর্তীতে বিষয়টি রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে তথ্য দফতরের সচিব জানান। আজকের এই সভায় সংবাদ প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

সরকারের সিদ্ধান্ত তাঁদের জানানোর জন্য বিদেশমন্ত্রককে পাঠানো হয়েছে। কী ভাবে তাঁদের ফেরত নেবে সংশ্লিষ্ট দেশ, সে বিষয়ে বিদেশমন্ত্রক আলোচনা চালাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মার্চের শুরু থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলেছে ওই তবলিগ জামাতের কার্যকলাপ। কিন্তু তার পরেও প্রায় ১০-১২ দিন ধরে নিজামউদ্দিন মসজিদে ছিলেন প্রায় ২০০০ দেশি-বিদেশি প্রতিনিধি। কিন্তু লকডাউন ঘোষণা এবং করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পরেও এক জায়গায় এত লোক থাকায় বিপাকে পড়েছেন তবলিগ জামাত কর্তৃপক্ষও। সাত জন মওলানার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ।

প্রতিমার

● প্রথম পাতার পর

এগিয়ে চলেছি। তাই, আমাদের একতা আবারো প্রমান করতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৫ এপ্রিল রাতে বাড়ির সমস্ত এল নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালানোর আবেদনে আমাদেরও সারা দিতে হবে। জনতা কারফিউ সফল করে আমরা প্রমান করেছিলেন করোনা যুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ। আবারো আমরা মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রমান দেব।

তাঁর আবেদন, আগামী ৫ এপ্রিল রাত ৯টায় বারান্দায়, ব্যালকনিতে এবং উঠানে আপনারা বাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালান। তবে, সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ওই কর্মসূচি পালন করতে হবে। তিনি বলেন, জনতা কারফিউ সফল হলেও কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনা দেশে ঘটেছে। মানুষ একজোট হয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, জলসা আকারে নয়, বাড়িতেই একান্তে মোমবাতি জ্বালাবেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও অনুরূপ আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রভাবিত

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলিকে সরকারী ভাবে সাহায্যের দাবি জানান।

এই লকডাউনের মধ্যে পুরো সাব্রুম মহকুমা জুড়ে বিদ্যুৎ না থাকার কারনে লোকজনরা গরমের জন্য অতিষ্ঠ হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পরে। বৃহস্পতিবার রাত্র থেকে বিদ্যুৎ না থাকার কারনে লোকজনরা পানীয় জল না পেয়ে সাব্রুম মহকুমার বহুদূর থেকে দলে দলে পানীয় জল আনছে। জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায় পুরো সাব্রুম মহকুমা জুড়ে। এই দিকে সাব্রুম মহকুমারের লোকজনরা বিদ্যুৎ না থাকার কারনে গরমের যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ। একটা সময় পর এই লকডাউনকে উপেক্ষা করে ঘর থেকে বের হয়ে পরেন অনেকে। পানীয় জলের জন্য এলাকার লোকজনরা বহুবার সাব্রুমের ঙ্গচছ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করলেও কোন সদুত্তর না পেয়ে অবশেষে বাড়ি থেকে বের হয়ে পরেন পানীয় জলের জন্য। সাব্রুম মহকুমার লোকজনরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান বিদ্যুৎ নেই প্রায় ২১ ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। তাই সমস্যায় পড়েছেন তারা। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি উঠেছে।

কোয়ারেন্টিন সেন্টার গড়ে তুলতে নিজের বাড়ি কেরল সরকারকে দিলেন ফুটবলার জাকির মুন্ডামপারা

তিরুবনন্তপুরম, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা তহবিলে অনেক ক্রীড়াবিদ সাধ্যমতো অর্থসাহায্য করছেন। কেউ আবার স্থানীয়দের জন্য চাল, ডাল, আলু, ডিম বিলি করছেন। কিন্তু এবার নিজের সাধের দু'তলা আস্ত বাড়ি করোনার কোয়ারেন্টিন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কেরলের স্বাস্থ্য দফতরকে দিলেন ফুটবলার জাকির মুন্ডামপারা । তাঁর এই মানবিক রূপ দেখে মুগ্ধ এলাকাবাসী।

ভারতীয় ফুটবলে অতটা পরিচিত নাম নয় কেরলের ফুটবলার জাকির মুন্ডামপারা।। ২০১৩—১৪ মরশুমে মোহনবাগানে খেলে গিয়েছেন। কিন্তু গত মরশুমটা ভাল যায়নি তাঁর। নির্বাসিত থাকার কারণে খেলতে পারেননি আইএসএলে। তার আগের বছর কেরালা ব্লাস্টার্সের জার্সি গায়ে খেলেছেন। এখন কোনও ক্লাব নেই। সেই যন্ত্রণা রয়েছে। তারওপর করোনার থাবায় তাঁর প্রাণের রাজ্য কেরল ভাল নেই। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা যেখানে প্রায় তিনশো ছুঁইছুঁই। মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছেন। জাকির তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেরলের মানাপুরমের দুধসাদা দু'তলা বাড়িটা কোয়ারেন্টিন কেন্দ্র হোক। তাতে যদি রাজ্যের মানুষের উপকার হয়, তাতে তিনি তৃপ্ত হবেন।

জাকিরের বলেন, 'গোটা বিশ্বজুড়ে মহামারি। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার চেষ্টা করছে। কিন্তু জাতি—ধর্ম—বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এর মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে। চিকিৎসক, সরকার যেমন যেমন বলছে, তা মেনে চলতে হবে।' একটু থেমে জুড়ে দেন, 'অনেকেই অর্থসাহায্য করছে। আমি একটু অন্য কিছু করতে চাইছিলাম। তাই বাড়ির লোকের সঙ্গে আলোচনাথ করে এই সিদ্ধান্ত। আগে মানুষ বাঁচুক, মানুষ বাঁচলে বাড়ি অনেক হবে।' রোজ সকালে বুলেট নিয়ে বাড়িতে আসেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে রীতিমতো কাজও করছেন।

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'গুজবে কান দেবেন না --- গুজব ছড়াবেন না'

সামাজিক মাধ্যম যেমন ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদিতে যদি করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত কোনও আতঙ্কজনক বা অসত্য খবর আপনার মোবাইলে আসে তাহলে আপনি তা অন্য কারও সাথে শেয়ার বা ফরোয়ার্ড না করে নীচে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ / শেয়ার করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা সরকার এই অসত্য সংবাদ প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খোঁজে বের করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে নেবে।

যোগাযোগের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর -
অনুপম পাল, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক - ৯৬১৫৬৬৬০৯৭
মিঠেন দত্ত, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক - ৯৪৩৬৭১৬২০৩
ই-মেইল - nbicatripura@gmail.com

ICA/D-16/2019-20
জনস্বার্থে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইউনিসেফকে ৫ মিলিয়ন ব্রাজিলিয়ান রিয়াল দিলেন নেইমার

রিও ডে জেনেরিও, ৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইউনিসেফকে ৫ মিলিয়ন ব্রাজিলিয়ান রিয়াল দিলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল তারকা নেইমার জুনিয়র। নেইমারের দান করা অর্থ দিয়ে ব্রাজিলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ও ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা হবে।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ইউরোপের সব বড় বড় ফুটবল টুর্নামেন্ট স্থগিত হয়ে গেছে। এজন্য ক্লাবের অনুমতি নিয়ে নিজ দেশ ব্রাজিলে ফিরেছেন নেইমার। কিন্তু দেশে ফিরেও তার বিরুদ্ধে কোয়ারেন্টিন ভাঙার অভিযোগ উঠে। যদিও পরে তার প্রতিনিধি বিষয়টা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আপাতত ব্রাজিলের রিও ডে জেনেরিও''র বাড়িতে নিজ সন্তান ও ফ্রান্স থেকে তার সঙ্গে ফেরা কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কোয়ারেন্টিনে আছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ব্রাজিলে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ৬৬ আর মৃত্যুর সংখ্যা ৩২৭ জন।

CORRIGENDUM

Due to Countrywide lock down as declared by the Government of India due to outbreak of Corona virus, the tender invited by this office which was circulated vide under memo No 6(4)/EE/ MCD/PWD/ (R&B)/5076-5129, dated 07/03/2020 are hereby cancelled.

Executive Engineer
Medical College Division PWD(R&B)
Kunjaban :Agartala

ICA/C-03/2019-20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

করোনাভাইরাস ত্রাণ সংগ্রহে বার্সেলোনার প্রীতি ম্যাচ

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে গোটা বিশ্ব। যে যার জায়গা থেকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। এবার এগিয়ে এলো বার্সেলোনা। ত্রাণ সংগ্রহে ইগুয়ালাদার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে কাতালান ক্লাবটি।

লা-লিগার ক্লাব ইগুয়ালাদা বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা দিয়েছে। ইগুয়ালাদার পৌরসভা ইস্তাদিও মিউনিসিপাল দে লেসে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত পুরো পৃথিবীর মত স্পেনের ক্রীড়াঙ্গনও আছে স্থগিত। পরিস্থিতি নিরাপদ মনে হলে ম্যাচটি খেলা হবে বলে জানিয়েছে ইগুয়ালাদা।

কভিড-১৯ রোগে যুক্তরাষ্ট্রের পর সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে ইউরোপ। ইতালি ও স্পেন পরিণত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে। সবচেয়ে নাজেহাল অবস্থা স্পেনের ইগুয়ালাদার। ইউরোপের সবচেয়ে বেশি মৃত্যু সংখ্যা এই অঞ্চলে।

বার্সেলোনা স্থানীয়দের সঙ্গে সংহতি জানাতে ম্যাচটি খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্বে ১০ লাখের কাছাকাছি পৌঁছেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৫০ হাজার।

স্পেনে প্রতিদিনই বাড়ছে সংক্রমণ। আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ১০ হাজার ছাড়িয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে ১০ হাজারের বেশি।

ফুটবলাররা আগে থেকেই ক্লাবের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিল: সুয়ারেস

করোনাভাইরাসের প্রভাবে খেলাধুলা বন্ধ থাকায় আর্থিক ক্ষতির মুখে বিশ্বের প্রায় সব ক্লাব। জরুরি পরিস্থিতিতে ক্লাবের পাশে দাঁড়াতে দলের ফুটবলাররা আগে থেকেই বেতন কম নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল বলে জানিয়েছেন বার্সেলোনার তারকা স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেস।

সংকটময় অবস্থায় আর্থিক ধাক্কা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে খেলোয়াড়দের বেতনের ৭০ শতাংশ কেটে নেওয়া হবে বলে গত সোমবার জানায় বার্সেলোনা। এর কদিন আগে গণমাধ্যমে খবর আসে, খেলোয়াড়রা এই বেতন কাটার সিদ্ধান্তে এমকত নয়। এতে সমালোচনার মুখেও পড়তে হয় তাদের।

বার্সেলোনার বিবৃতির আগে ওই দিনই এক ইনস্টাগ্রাম বার্তায় দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে ওঠা এমন গুঞ্জন ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। পরের দিন ক্লাব সভাপতি জোসেপ মারিয়া বার্তোমেউও নিশ্চিত করেন যে খেলোয়াড়দের কাছ থেকেই প্রস্তাব এসেছিল বেতন কাটার ব্যাপারে।

এবার একই কথা বললেন চোটের কারণে লম্বা সময় ধরে মাঠের বাইরে থাকা সুয়ারেসও।

''এটা খারাপ লাগার, কারণ আমরাই প্রথমে (বেতন কম নেওয়ার বিষয়ে) একটা চুক্তিতে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম।''

''বিশ্বব্যাপী যা ঘটছে, এ সম্পর্কে আমরা সচেতন। আমরা জানি, ক্লাবের আয়ের অবস্থা কী এবং বিশ্বে কী ঘটছে। কিন্তু একটা সময় আসল এবং কথা শুরু হলো; আমরা খেলোয়াড়রা বুঝতে চাচ্ছি না: হ্যান্ডবল খেলোয়াড় ও আর সবাই চুক্তিতে পৌঁছালেও আমরা সমঝোতায় আসিনি।''

''আমরা সমঝোতায় আসিনি কারণ, আমরা সবচেয়ে ভালো সমাধানের অপেক্ষায় ছিলাম, যেন ক্লাব ও আমরা লাভবান হতে পারি। যারা কঠিন সময় পার করছে, তাদেরও যেন সাহায্যে আসতে পারি।''

গত জানুয়ারিতে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর থেকে মাঠের বাইরে আছেন সুয়ারেস। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে তার ফিরতে চার মাসের মতো লাগতে পারে বলে তখন জানানো হয়েছিল।

সেই চার ছক্কার চার বছর

'কার্লোস ব্র্যাথওয়েট, কা...র্লো..স ব্র্যাথওয়েট, রিমেম্বার দা নেম...!, ধারাভাষ্য কক্ষে ইয়ান বিশপের রোমাঞ্চ জাগানিয়া উচ্চারণ চিরস্থায়ী জায়গা পেয়ে গেছে ক্রিকেটীয় গল্পগাঁথায়। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে সেই রূপকথা রচনা করেছিলেন ব্র্যাথওয়েট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে শেষ ওভারে তার টানা চার ছক্কা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ভাসিয়েছিল শিরোপা জয়ের উচ্ছ্বাসে। সময়ের ভেলায় পাড়ি দিয়ে রুদ্ধশ্বাস সেই ম্যাচ চার বছর পূর্ণ করল শুক্রবার।

২০১৬ সালের আসরে ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড। ১৫৬ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটা হয়েছিল দুঃস্বপ্নের মতো। ১১ রানের মধ্যে ড্রেসিং রুমে ফিরে গিয়েছিলেন জনসন চার্লস, ক্রিস গেইল ও লেন্ডল সিমন্স।

ডোয়াইন ব্রাভোকে সঙ্গে নিয়ে প্রাথমিক বিপর্যয় সামাল দেন মারলন স্যামুয়েলস। কিন্তু এরপর দ্রুত ব্রাভো, আন্দ্রে রাসেল ও ড্যারেন স্যামির বিদায়ে আবার চাপে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পথ হয়ে যায় কঠিন। স্যামুয়েলস হাল না ছেড়ে চালিয়ে যান লড়াই।

শেষ চার ওভারে প্রয়োজন ছিল ৪৫ রান। স্যামুয়েলস চেষ্টা করে যান সাধ্যমতো। সমীকরণটা শেষ ওভারে দাঁড়ায় ১৯ রানে। আগের ওভারের শেষ বলে রান নিতে না পারায় ৮৫ রান নিয়ে শেষ ওভারে নন স্ট্রাইকে থাকতে হয় স্যামুয়েলসকে। স্ট্রাইক পান ব্র্যাথওয়েট, তার রান তখন ৬ বলে ১০। বল হাতে শেষ ওভারে বেন স্টোকস।

শিরোপাটা তখন হয়তো ইংলিশদের হাতেই দেখছিলেন অনেকে। কিন্তু কে জানত, কয়েক মিনিট পরই পাল্টে যাবে অনুমিত চিত্রনাট্য!

স্টোকস প্রথম বলটা দিয়েছিলেন লেগ স্টাম্পের বাইরে। হাফ ভলি মতো বলটাকে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে ছক্কায় ওড়ান ব্র্যাথওয়েট। দ্বিতীয় বলটা লেগ স্টাম্পে ইয়র্কার করতে চেয়েছিলেন স্টোকস। লেংথে গড়বড় করেন এবারও। একটু জায়গা বানিয়ে ব্র্যাথওয়েট লং অন দিয়ে পাঠিয়ে দেন গ্যালারিতে। স্টোকস তখন হতভম্ব।

তৃতীয় বলটা মিডল স্টাম্পে ইয়র্ক করার চেষ্টা করেছিলেন স্টোকস। ব্র্যাথওয়েট চেয়েছিলেন আবার লং অন দিয়ে উড়িয়ে মারতে। কিন্তু টাইমিংয়ে গড়বড় হয় একটু, বল চলে যায় লং অফের দিকে। মনে হচ্ছিল, ক্যাচও হতে পারে। কিন্তু ব্র্যাথওয়েটের পেশীর জোর সেই বলকেও আছড়ে ফেলে গ্যালারিতে।

স্কোর তখন সমান। জিততে ৩ বলে প্রয়োজন মোটে ১ রান। ব্র্যাথওয়েটের ছক্কার ক্ষুধা যেন তখনও মেটেনি। পরের বলটাও ডানা মেলে ভেসে গেল গ্যালারিতে। মাঠের বাইরে থেকে উচ্ছ্বাসের ডানায় ভেসে মাঠে গেলেন ক্যারিবিয়ানরা। ব্র্যাথওয়েট তখন মাঠের মাঝখানে হুঙ্কার ছুঁড়ছেন যুদ্ধজয়ী গ্ল্যাডিয়েটরের মতো। একটু পরই তিনি হয়ে গেলেন সতীর্থদের উৎসবের মধ্যমণি।

৪ উইকেটের জয়ে প্রথম দল হিসেবে দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথমটা ছিল ২০১২ সালে।

১০ বলে অপরাজিত ৩৪ রানের ম্যাচজয়ী ইনিংসের আগে হাত ঘুরিয়ে ৩ উইকেটও নিয়েছিলেন ব্র্যাথওয়েট। ৬৬ বলে অপরাজিত ৮৫ রানের ইনিংসের জন্য ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন অবশ্য স্যামুয়েলস।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের অনন্য একটি দিন ছিল সেটি। স্যামিদের শিরোপা জয়ের কয়েক ঘণ্টা আগে একই মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেয়েরাও।

ব্র্যাথওয়েটের নাম সেদিনের পর থেকে আর ভোলোনি ক্রিকেট বিশ্ব। তবে তিনি সেই নামের প্রতি সুবিচার করতে পেরেছেন সামান্যই। হয়তো প্রত্যাশার চাপে, হয়তো অন্য সব কারণে।

ওই আসরের পরে এখনও পর্যন্ত ২২ টি-টোয়েন্টি ইনিংসে বিশ্বকাপ ফাইনালের ওই ৩৪ ছাড়াতে পেরেছেন কেবল একবার। সেটিতেও করতে পেরেছিলেন কেবল ৩৭। এখন পর্যন্ত ৪১ ম্যাচে নেই কোনো ফিফটি।

অলরাউন্ড সম্ভাবনার কারণেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল তাকে। কিন্তু প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন পড়েনি পারফরম্যান্সে। হারাতে হয়েছে নেতৃত্ব।

প্রতিভা আর সামর্থ্যের ঝলক অবশ্য মাঝেমধ্যে কিছুটা দেখাতে পেরেছেন। ২০১৯ বিশ্বকাপে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে অসাধারণ সেঞ্চুরিতে যেমন দেখিয়েছেন। তবে টানা পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতায় হয়ে উঠতে পারেননি দলের নির্ভরতা।

তার পরও ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের ইতিহাসে নিজের নাম হয়তো খোদাই করে ফেলেছেন, ওই চার বলে চার ছক্কার সৌজন্যে!

আইপিএল ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আশাবাদী কামিন্স

করোনাভাইরাসের প্রভাবে বন্ধ হয়ে থাকা অধিকাংশ বৈশ্বিক ক্রীড়া ইভেন্ট কবে নাগাদ মাঠে ফিরবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে দেরিতে হলেও এই বছরের আইপিএল মাঠে গড়ানোর ব্যাপারে আশাবাদী প্যাট কামিন্স। সূচি অনুযায়ী চলতি বছরের শেষের দিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও হবে বলে বিশ্বাস অস্ট্রেলিয়ার এই পেসারের।

আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশি খেলোয়াড় হলেন কামিন্স; গত ডিসেম্বরে ১৫ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে তাকে দলে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স।

গত ২৯ মার্চ শুরু হওয়ার কথা ছিল আইপিএলের ত্রয়োদশ আসর। করোনাভাইরাসের কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্তত আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। তবে সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ফ্রাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্টটি আরও পিছিয়ে যাওয়া এখন অনেকটাই নিশ্চিত।

তবে দলের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে কামিন্সের মনে হয়েছে, দেরিতে হলেও এবারের আসর মাঠে গড়াবে।

"তারা (আয়োজকরা) নিশ্চিতভাবে এটা এখনও বাতিল বা এই ধরনের কিছু করেনি। এটা এখনও স্থগিত অবস্থায় আছে। এজন্য কয়েকদিন পর পর আমরা আমাদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি।"

"অবশ্যই টুর্নামেন্টটি আয়োজনের ব্যাপারে এখনও সবাই আগ্রহী। তবে ভাইরাসটির ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমানোয় মূল বিষয়।"

সমস্যা মিটে গেলে পরে কোনো এক সময়ে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ভীষণ আত্মবিশ্বাসী ও আশাবাদী বলে জানতে পেরেছেন কামিন্স।

আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় বসবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর। ততদিনে বিশ্বের সব ক্রীড়া ইভেন্ট স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে বলে আশা করেন কামিন্স।

"বিশ্বকাপের এখনও ছয়-সাত মাস বাকি(এর মাঝে) অনেক কিছুই বদলে যেতে পারে।"

২০২৩ পর্যন্ত বায়ার্নে ফ্লিক

মৌসুমের শুরুর দিকে অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর স্থায়ী হয়েছিলেন মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য। দিক হারা দলকে কক্ষপথে ফেরানোয় মিলল পুরস্কার। এবার লম্বা সময়ের জন্য বায়ার্ন মিউনিখের দায়িত্ব পেলেন কোচ হান্স ফ্লিক। ৫৫ বছর বয়সী ফ্লিকের সঙ্গে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চুক্তি মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি শুক্রবার নিশ্চিত করেন ক্লাবের সিইও কার্ল-হেইন্স হোমেনিগে।"হ্যান্স ফ্লিকের কাজে বায়ার্ন খুবই সন্তুষ্ট। তার অধীনে দলের খুব ভালো উন্নতি হয়েছে, আকর্ষণীয় ফুটবল খেলে যার প্রতিফলন আছে ম্যাচের ফলাফলে। আমরাই একমাত্র দল হিসেবে এখনও তিন প্রতিযোগিতাতে টিকে আছি।"বুন্ডেসলিগায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের চেয়ে চার পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে বায়ার্ন। জার্মান কাপে উঠেছে সেমি-ফাইনালে।ওদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে চেলসিকে তাদেরই মাঠে ৩-০ গোলে হারিয়ে জার্মান জায়ান্টরা রয়েছে সুবিধাজনক অবস্থানে। করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত রয়েছে ফিরতি পর্বের খেলা।গত নভেম্বরের শুরুর দিকে দলের বাজে পারফরম্যান্সের দায়ে নিকো কোভাচ চাকরি হারালে তার স্থলাভিষিক্ত হন ফ্লিক। বায়ার্নেরই সাবেক এই ফুটবলার জার্মান জাতীয় দলের কোচ ইওয়াখিম লুভের সহকারী ছিলেন ২০০৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত। এরপর ছিলেন জাতীয় ফেডারেশনের স্পোর্টস ডিরেক্টর।এবার প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে অর্জন করেন দলের আস্থা। মৃদুভাষী ফ্লিক খুশি লম্বা সময়ের জন্য দায়িত্ব পেয়ে।"আমি আমার কোচিং টিম ও ফুটবলারদের সঙ্গে কাজটি চালিয়ে যেতে পেরে আনন্দিত। আমার বিশ্বাস, একসাথে আমরা অনেক কিছু জিততে পারি।"

ফুটবলারদের বেতন কম নিতে বলবে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো

করোনাভাইরাসের সঙ্কটকালীন সময়ে ৩০ শতাংশ বেতন কম নিতে ফুটবলারদের সঙ্গে আলোচনা করবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো। ক্লাবগুলোর সঙ্গে বৈঠকের পর শুক্রবার লিগ কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানায়, সব ক্লাব এ ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছে।

একই সঙ্গে ইংলিশ ফুটবল লিগ ও ন্যাশনাল লিগের ক্লাবগুলোকে ১২৫ মিলিয়ন পাউন্ড অগ্রিম দেবে প্রিমিয়ার লিগ। পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থাকে তারা অনুদান দেবে ২০ মিলিয়ন পাউন্ড।

আপাতত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগসহ সব ধরনের ফুটবল স্থগিত রয়েছে ইংল্যান্ডে। মে মাসের শুরুতেও লিগ শুরুর সম্ভাবনা নেই, জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

করোনাভাইরাস আক্রান্ত বার্সেলোনার 'ড্রিম টিম' এর ফুটবলার

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বার্সেলোনার সাবেক ফুটবলার হুয়ান কার্লোস। এখন অবশ্য ভালো আছেন ৫৫ বছর বয়সী সাবেক এই লেফট-ব্যাক।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ডাচ কিংবদন্তি ও তখনকার কোচ ইয়োহান ক্রুইফের সময়ে বার্সেলোনার বিখ্যাত 'ড্রিম টিম'' এর সদস্য ছিলেন কার্লোস। স্পেনের এক সংবাদমাধ্যমকে তিনি কভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা বৃহস্পতিবার জানান।

''আমি ভালো অনুভব করছি। কিছুদিন ধরে আমার জ্বর ও পেশির ব্যথা ছিল। তবে এখন কেবল খাবারের স্বাদ বুঝতে পারছি না। আমি ওয়াইনের স্বাদ নিতে পারছি না। খাবারের স্বাদ বুঝতে না পারা সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার।''

''আমি স্বাভাবিক জীবনযাপন করছি এবং ডাক্তারদের নির্দেশনা মেনে চলছি।''

১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত বার্সেলোনার হয়ে ৫৫ ম্যাচ খেলেছেন কার্লোস। এছাড়া রিয়াল ভায়াদলিদ, আতলেতিকো মাদ্রিদ, ভালেন্সিয়ার জার্সিতেও মাঠে নেমেছেন এই স্প্যানিয়ার্ড।

শুক্রবার লকডাউনের দিনে রাজধানীতে পুলিশ টহলদারি। ছবি- নিজস্ব।

করোনা ঃ অসম ত্রিপুরা সীমান্তে পুলিশের সাথে কঠোর নজরদারীতে রয়েছেন স্বেচ্ছাসেবকরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি,চুড়াইবাড়ি, ৩ এপ্রিল।। মরন ব্যাধি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের হাত থেকে পরিএান পেতে গোটা বিশ্ব আজ বিপন্ন।বিশ্বের উন্নত দেশ গুলিও নাজেহাল হয়ে পড়েছে।সেই দিক বিবেচনা করে গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী প্রতিষেধক হীন মরন ব্যাধির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেছে কেন্দ্র সরকার।একমাএ সচেতনতাই করোনা প্রতিরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহবানে সারা দিয়ে সমগ্র দেশ জুড়ে চলছে লক ডাউন। উক্ত লকআউটে জনজীবন কিছুটা বিপর্যস্ত হলেও করোনার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ২১ দিনের লক ডাউন সার্থক করে তুলতে প্রয়াস জারি রাখা হচ্ছে। এই নিয়ে গোটা দেশজোরে সরকারি বিভিন্ন নিতী নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। প্রশাসনিক দিকদিয়েও নানান ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার পরও দিল্লির নিজামুদ্দিন তবললিগি জমায়েত থেকে আগত একটা অংশের মৌলানাদের শরীরে মরণব্যাধি করোনা ভাইরাসের পজিটিভ পাওয়া যায়। পার্শবর্তী রাজ্য অসমেও করোনা ভাইরাসের পজিটিভ রোগী ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জন শনাক্ত" হয়ে গেছে। এমনকি উত্তর জেলার ত্রিপুরা আসাম সীমান্তঘেঁষা করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরেও এক ব্যক্তির শরীরে মরণব্যাধি করোনা ভাইরাসের পজিটিভ ধরা পড়েছে। সুতরাং বর্তমানে পার্শবর্তী রাজ্য আসাম করোনা আতঙ্কে জবুথবু। তাই ত্রিপুরা সীমান্ত পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের লক ডাউন শুরু হওয়ার পর থেকেই ত্রিপুরা আসাম সীমান্তে ২০৮ নং বিকল্প সড়ক সহ সবকটি সড়ক সিল করে দিয়ে করা টহলদারি শুরু করে কদমতলা থানা ও চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। শুধুমাত্র ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক দিয়ে করা তল্লাশির মাধ্যমে মালবাহী ও জরুরি কালীন যান চলাচল করছে। কিন্তু ইতিমধ্যে পার্শবর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর এলাকায় এক ব্যক্তির শরীরে কোরোনা ভাইরাসের পজিটিভ ধরা পড়ার পর উত্তর জেলার পুলিশ-প্রশাসন শক্ত হাতে কোমর বেঁধে চুড়াইবাড়ি ও কদমতলা থানাধীন প্রায় ১৮ কিলোমিটার ত্রিপুরা আসাম সীমান্তে কড়া নজরদারি শুরু করে দিয়েছে। প্রতিদিন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ কদমতলা ও চুরাইবাড়ি থানার ওসি দিনরাত ত্রিপুরা অসম সীমান্তে সরজমিনে নজরদারি করছেন। ত্রিপুরা আসাম সংযোগী সবকটি সড়ক সিল করে বসানো হয়েছে টিএসআর ও পুলিশের কড়া নজরদারি। বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে স্থানীয় যুবকদের দিয়ে ভলেন্টিয়ারের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় চলছে নজরদারি। এককথায় পার্শবর্তী রাজ্য থেকে কদমতলা ও চুড়াইবাড়ি থানা এলাকার ১৮ কিমি সীমান্ত দিয়ে যাতে কোন ব্যক্তি আসাম থেকে রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে উত্তর জেলার পুলিশ প্রশাসন। বিশেষ করে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তেমনি আজ ১৮ কিমি ত্রিপুরা অসম সীমান্ত সরজমিনে পরিদর্শনে আসেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফেন্সিং ডার্লং, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সুত্রধর।তাদের সঙ্গে ছিলেন কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার, চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস ও কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। উনারা ত্রিপুরার সীমান্ত সরজমিনে পরিদর্শন করেন। সীমান্তের থাকা ভলেন্টিয়ার, টিএসআর ও পুলিশ কর্মীদের সাথে কথাও বলেন যাতে করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্ত ও অটুট করা হয়। কথা বলেন ত্রিপুরা অসম সীমান্তের উভয় রাজ্যের স্থানীয় জনগণের সাথে।উত্তর জেলার পুলিশ আধিকারিকদের এই সফরে অনেকটাই খুশি সীমান্ত এলাকার জনগণ কারণ, যেভাবে উত্তর জেলার পুলিশ প্রশাসন ত্রিপুরা সীমান্তে কড়া নজরদারি ও নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রেখেছে তাতে করে বহি রাজ্য থেকে কোন মানুষ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। যদিও পার্শবর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরে করোনাভাইরাস পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছিল আর তারপর থেকে রাজ্যের সীমান্ত এলাকার চুড়াইবাড়ি,কদমতলা সহ গোটা রাজ্যে এক আতঙ্কময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।এই সকল আতঙ্কময় পরিবেশ করা হাতে উত্তর জেলা পুলিশ প্রশাসন মোকাবিলা করে উনাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গোটা সীমান্ত এলাকা সিল করে দিয়ে অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে একটি দুষ্টচক্র উত্তর জেলার পুলিশ প্রশাসন বিশেষ করে কদমতলা থানাকে হেনস্থা করার জন্য রাতের আধারে একটি বাঁশের সাঁকো বানিয়ে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে কালিমালিপ্ত" করতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ উত্তর জেলার শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকগন সরজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে ত্রিপুরা আসাম সীমান্তে সংযোগী কুর্তি নদীর উপর বাঁশের সাঁকো বা আসাম থেকে কোন ব্যক্তি রাজ্যে প্রবেশের নাম গন্ধ পায়নি। পাশাপাশি উত্তর জেলার পুলিশ প্রশাসন থেকে সীমান্ত এলাকার জনগণের কাছে আহ্বান রাখা হয়েছে উনারা যেন পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগিতা করেন। সতর্ক থাকেন এবং নিজ ঘরে থাকেন।

কখনও কমছে-কখনও বাড়ছে, চিনে কোভিড-১৯-এ মৃত্যু বেড়ে ৩,৩২২

বেজিং, ৩ এপ্রিল (হি.স.): কখনও মৃত্যু ও সংক্রমণ বাড়ছে, কখনও আবার কমছে। করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে ছন্দে ফেরা চিনে এখন এমনটাই ঘটে চলেছে।
করোনার প্রকোপে চিনে এখনও পর্যন্ত ৩ হাজার ৩২২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।
সংক্রমিত ৮১,৬২০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, কোভিড-১৯ ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল হুবেই প্রদেশেই নতুন করে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে বিদেশফেরত ২৯ জনের শরীরে (নতুন করে সংক্রমিত ৩১ জন) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাস ধরা পড়েছে।
শুক্রবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ৩১ জন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,৩২২-তে গিয়ে ঠেকেছে। সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,৬২০।

লকডাউন ঃ বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বের হওয়া বাইক চালকদের প্রতি কঠোর হল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। লক ডাউন উপেক্ষা করা যারা বিনা প্রয়োজনে রাজধানীর রাজপথ সহ বিভিন্ন গলি রাস্তায় বেরিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শুক্রবারও ব্যবস্থা গ্রহণ করলো প্রশাসন। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রাজ্য জুড়ে লক ডাউন লাগু রয়েছে। তার সাথে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ জারি রয়েছে। কিন্তু কিছু লোক লক ডাউনকে উপেক্ষা করে প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে। প্রতিদিনই প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও এই সকল অতি উৎসাহী লোক সচেতন হচ্ছে না। নিজের জন্য, পরিবারের লোকদের জন্য এই সচেতনতা তা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না এই সকল লোক।
শুক্রবারও রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায় কিছু অতি উৎসাহী লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বাইক, রিক্সা কিংবা ছোট গাড়ি নিয়ে। ফলে বাধ্য হয়ে এইদিনও রাস্তায় নামতে হয় আরক্ষা কর্মীদের। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় এইদিন পুলিশের পক্ষ থেকে নজর দারি চালানো হয়। এইদিন যারাই রাস্তায় বেরিয়েছে, তারা কি কারনে রাস্তায় বেরিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। যারা বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তাদেরকে পুলিশের পক্ষ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যারা বিনা কারনে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিতাভ পাল জানান লক ডাউন যেন সার্থক হয়, সেটাই পুলিশের উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্যে পুলিশ কাজ করছে। মূলত দেখা হচ্ছে কেউ বিনা কারনে রাস্তায় বেরিয়েছে কিনা। যারা বিনা কারনে রাস্তায় বেরিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান মানুষের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। মানুষ সচেতন না হলে পুলিশের কাজ ১০০ শতাংশ সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

মাসের শুরুতেই ব্যাঙ্কগুলিতে বাড়ছে ভীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। লকডাউন চলাকালে বিশেষ করে সরকারি কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী সহ ভাতাপ্রাপকরা তাদের প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহের জন্য নিজ এলাকার ব্যাঙ্কগুলিতে ভীড় করতে শুরু করেছেন। মাসের প্রথমদিকে ব্যাঙ্কগুলিতে সকাল থেকেই দীর্ঘলাইন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন অর্থবছরের প্রথমদিকেই লকডাউনের কবলে পড়ে মানুষ রীতিমতো দিশেহারা। বিশেষ করে সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং ভাতাপ্রাপকরা মাসের প্রথমদিকেই টাকার জন্য ব্যাঙ্কে আসেন। এর ফলে ব্যাঙ্কে দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়। এমাসে লকডাউন চলতে থাকায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীর উপস্থিতির হারও অন্যন্য মাসের তুলনায় অনেকটাই কম। তারাও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই কাজ করে চলেছেন। সেক্ষেত্রে কর্মচারী, পেনশনভোগী ও ভাতাপ্রাপকরা টাকার জন্য সকাল থেকেই লাইনে অপেক্ষা করায় খানিকটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ব্যাঙ্কগুলিকে। রাজধানী আগরতলা শহরের প্যারাডাইস চৌমুহনিস্থিত এসবিআই রাজ্য প্রধান কার্যালয়ের সামনে সকাল ৮টা থেকেই অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী সহ অন্যান্যদের দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মতামত জানতে চাওয়া হলে তারা জানান, লকডাউন চলতে থাকায় সকাল সকাল দুরদুরান্ত থেকে হেঁটে তারা ব্যাঙ্কের সামনে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। ব্যাঙ্ক খুললেই প্রাপ্য তুলে নেওয়ার জন্য ঢুকে পড়বেন। তাতে যে অন্যান্য মাসের চেয়ে অনেকটাই কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তা তারা শিকার করলেও তা মেনে নিতে আপত্তি নেই বলে জানান। তারা বলেন, গোটা বিশ্বজুড়ে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতেই হবে। রাজ্যের অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিতেও অর্থবছরের প্রথমদিকে কর্মদিবসগুলিতে সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী ও ভাতাপ্রাপকদের ভীড় হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। লকডাউনের নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করতে গিয়ে ব্যাঙ্ক কর্মীরাও রীতিমতো হিমশিম খেতে বাধ্য হচ্ছেন।

নেশা কারবারীকে হাতেনাথে ধরে পুলিশে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। গ্রামের মানুষ এক নেশা কারবারিকে নেশা সামগ্রী সহ পাকড়াও করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনা কৈলাশহর মহাকুমার ইরানি থানার অন্তর্গত পশ্চিম ইয়াজেখাওড়া গ্রামে। পশ্চিম ইয়াজেখাওড়া গ্রামের বাসিন্দা আবু ইউসুফ দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় নেশা সামগ্রী অর্থাৎ ব্রাউনসুগার ও ফেন্সিডিল বিক্রি করত বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ ছিল। এলাকাবাসী তরফ থেকে কয়েকবার ইরানি

ছয়ের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১৭৪, মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত ১০,০৬২

সিওল, ৩ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেল। মৃতের সংখ্যা ১৭৪-এ গিয়ে ঠেকেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ কোরিয়ায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৫ জন। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬ জন। আরও ৫ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ১৭৪-তে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ০৬২।
শুক্রবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৩ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৬ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১০,০৬২ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৫ জন, মৃতের সংখ্যা ১৭৪-তে পৌঁছেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১৭৪, মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত ১০,০৬২

সিওল, ৩ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেল। মৃতের সংখ্যা ১৭৪-এ গিয়ে ঠেকেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ কোরিয়ায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৫ জন। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬ জন। আরও ৫ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ১৭৪-তে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ০৬২।
শুক্রবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৩ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৬ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১০,০৬২ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৫ জন, মৃতের সংখ্যা ১৭৪-তে পৌঁছেছে।

মহারাষ্ট্রে করোনা-সংক্রমণে ফের মৃত্যু, পালঘর-এ মৃত ৬৭ বছরের বৃদ্ধ

পালঘর (মহারাষ্ট্র), ৩ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রে মারণ করোনাভাইরাস সংক্রমণে ফের মৃত্যু। একইসঙ্গে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২১। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত একজন বৃদ্ধ। ওই বৃদ্ধের বয়স ৬৭ বছর।
পালঘর-এর জেলা শাসক জানিয়েছেন, ৬৭ বছর বয়সী করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। যক্ষ্মারোগেও ভুগছিলেন ওই বৃদ্ধ। ৬৭ বছর বয়সী বৃদ্ধের মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২১।

কমলপুরে পৃষ্ঠা প্রমুখ হত্যা মামলায় পাঁচ যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। কমলপুরের নোয়াগাওয়ে বিজেপি দলের পৃষ্ঠাপ্রমুখ হত্যা মামলায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে কমলপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল কাজল প্রধান, সুজিত সুত্রধর, সতেন্দ্র দেবনাথ, সুকুমার সবর এবং সুকমল কৈরি। কমলপুর থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে ধৃতরা প্রত্যেকেই সিপিএম ক্যাডার। প্রসঙ্গত গত ২৬ মার্চ ওই পৃষ্ঠা প্রমুখকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছিল। এরপর কমলপুর থানায় একটি মামলা হয়। পুলিশ সাতদিন পর অভিযুক্তদের জালে তুলতে সফল হয়েছে।

মোমবাতি না জ্বালিয়ে টর্চ জ্বালানো নিরাপদ আপনার মোবাইলে আছে, কটাক্ষ সূর্যকান্ত মিশ্রর

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি স): আগামী ৫ এপ্রিল রবিবার রাত ৯টায় ৯ মিনিটের জন্য সবাইকে আলো নিভিয়ে মোমবাতি, টর্চ জ্বালাতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এবার প্রধানমন্ত্রী এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত

ছয়ের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থদান অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে। শুক্রবার ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের হাতে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসো সভাপতি শঙ্কর দেব ব্যক্তিগতভাবে ১ লক্ষ টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের উদ্দেশ্যে তুলে দিয়েছেন। এছাড়া বিশিষ্ট চিকিৎসক সুনীল কান্ত ধর ৫১ হাজার টাকা এবং আশীর্বাদ গ্যাস এজেন্সির কর্ণধার রুনুজিৎ সাহা ২৫ হাজার টাকা চেক প্রদান করেছেন শিক্ষামন্ত্রীর হাতে। এ ধরনের দানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যে আবেদন জানিয়েছেন সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। জনগণকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্যও শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে না, মধ্যপ্রদেশে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ১১৯

ইন্দোর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): সংক্রমণ থামার কোনও লক্ষণ নেই। বরং আরও বাড়ছে, মধ্যপ্রদেশে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন আরও ৮ জন। তাঁদের মধ্যে একজন সরকারি কর্মীও রয়েছেন। নতুন করে আক্রান্ত ৮ জনের মধ্যে ৭ জন সংক্রমিত হয়েছেন ইন্দোরে এবং একজন ছিনদ্বারায়। ফলে মধ্যপ্রদেশে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১১৯।
শুক্রবার মধ্যপ্রদেশ স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৮ জন। ৮ জনের মধ্যে নতুন করে ৭ জন সংক্রমিত হয়েছেন ইন্দোরে এবং একজন ছিনদ্বারা জেলায়। ফলে মধ্যপ্রদেশে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৬। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালে মধ্যেই ৮ জন সংক্রমিত হয়েছেন।

মরুরাজ্যে করোনায় সংক্রমিত আরও ১৪ জন

জয়পুর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থামছেই না ভারতে।
মরুরাজ্য রাজস্থানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১৪ জন। নতুন করে ১৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৪-তে পৌঁছেছে।
শুক্রবার রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে সংক্রমিত ১৪ জনের মধ্যে ৭ জন টোঙ্ক জেলায় (তবলীগী জামাতে অংশ নেওয়া) এবং ৭ জন (৬ জন মহারাষ্ট্র থেকে এবং একজন ঝাড়খণ্ড থেকে, যাঁরা তাবলীগী জামাতে অংশ নিয়েছিলেন) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫৪।
কোভিড-১৯ ভাইরাসকে পরাজিত করে অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠছেন। শুক্রবার রাজস্থানের ভিলওয়াড়ায় করোনা-আক্রান্ত দু"জন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

জার্মানিতে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত, কোভিড-১৯-এ মৃত বেড়ে ১,০১৭

বার্লিন, ৩ এপ্রিল (হি.স.): ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি, জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। জার্মানিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরও ১৪৫ জন, নতুন করে ১৪৫ জনের মৃত্যুর পর জার্মানিতে শুক্রবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০১৭। এই সময়ে জার্মানিতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬,১৭৫ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৯,৬৯৬ জন।
নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে থাইল্যান্ডেও। থাইল্যান্ডে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১০৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। ফলে থাইল্যান্ডে সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ১,৯৭৮ এবং ১৯।

বদরপুরের কোভিড-১৯ আক্রান্তের দ্বিতীয় পরীক্ষা হয়নি তবলিগ-ই ফেরতদের প্রকাশ্যে আসার আহ্বান প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ৩ এপ্রিল (হি.স.) : দিল্লির নিজামউদ্দিন তাবলিগ-ই জামাতের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ফিরে আসা লোকদের ধরতে রাজ্যে জোর প্রক্রিয়া চলছে। বরাক উপত্যকা থেকে রাজ্যের প্রথম করোনা আক্রান্ত জামাল উদ্দিন কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার কথা সুনিশ্চিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।
প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, কাছাড়ের অনেক ব্যক্তি নিজাম উদ্দিন তাবলিগ-ই জামাতের সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন বলে দাবি করা হচ্ছে। যার মধ্যে ৮ জন দিল্লিতে চিকিৎধীন রয়েছেন। ৩ জন ব্যক্তি ঘরে ফিরে এসেছিলেন এদের মধ্যে জামাল উদ্দিন কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার কথা সুনিশ্চিত হয়েছে। দুজনকে স্বাস্থ্যকর্মীর সহযোগে এনে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সন্ধানহীন রয়েছেন বেশ কয়েকজন।
এদিকে, কাছাড়ের জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা জনসাধারণের প্রতি আবেদন রেখে বলেছেন, কেউ যদি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত তাবলিগ-ই জামাত, মরকস পরিদর্শন করে থাকেন বা এমন কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন বা এই জাতীয় কোনও কোভিড-১৯ প্রভাবিত অঞ্চলে সম্প্রতি সফর করে এসে থাকেন তবে তাঁরা অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের নম্বর ডিস্ট্রিক্ট কোভিড-১৯ কনট্রোল রুম ০৩৮৪২-২৩৯২৪৮; ৯৪০১৬ ২৪১৪১ এবং স্বাস্থ্য কন্টোল রুম ০৩৮৪২-২৩০৯৫৬।
এদিকে শুক্রবার জেলা প্রশাসনের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয়েছে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বদরপুরের জামাল উদ্দিনের সেকেন্ড টেস্ট এখনও হয়নি। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত, অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা শিলচরের পুরপ্রধান সুমিত সত্যবান ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী জানান, কারও পজিটিভ ধরা পড়লে তার করোনা লক্ষণগুলি পুরো নিঃশেষ হওয়ার ৭২ ঘণ্টা পরে সেকেন্ড টেস্ট হয়ে থাকে। এখনও জামাল উদ্দিনের শরীরে করোনা লক্ষণ বর্তমান। তাই দ্বিতীয় টেস্ট করানোর প্রশ্নই আসে না। সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য নতুন করে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে বলে জানানো হয়।
রুটিন আপডেটে জানানো হয়েছে, আজ শুক্রবার ১০ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে এবং চারটি স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯ জনকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে ২৭৪টি পিপিই রয়েছে এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য এন-৯৫ মাস্ক রয়েছে ১,৭৫০টি।
জেলা প্রশাসনের তরফে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন, বিশেষ করে দিল্লির নিজামউদ্দিন তাবলিগ-ই জামাতে থেকে তাঁদের সুনিশ্চিত করে স্ক্রিনিং করা যাতে কোনও ভাবে করোনার ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

উলঙ্গ হয়ে হাসপাতালে ঘোরা তবলিগি সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): উত্তরপ্রদেশের হাসপাতালে চূড়ান্ত অসভ্যতা করছেন দিল্লির নিজামুদ্দিন ফেরত করোনা আক্রান্তরা। গাজিয়াবাদের এমএমজি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি ছয় জনের বিরুদ্ধে উলঙ্গ হয়ে ঘোরা ও নার্সদের অশালীন ইঙ্গিত করার অভিযোগ। ঘটনায় তবলিগি জামাতের ৬ সদস্যের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ইতিমধ্যেই ওই ছ'জনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ পুলিশ জানিয়েছে, একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। গাজিয়াবাদের ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ইসলামিক সংগঠনের এই ছয় সদস্য ওয়ার্ডের যেখানে রয়েজন রয়েছে, সেখানে যেতেই পারছেন না নার্সরা। কখনও নিজামুদ্দিন ফেরত ওই ছয় করোনা আক্রান্ত নিজেদের পোশাক

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুত্রের হাতে পিতা খুন কাঁঠালতালীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। পুত্রের হাতে পিতা খুনের ঘটনা ত্রিপুরা-আসাম সীমান্তের বাগন গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠালতলী এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এলাকার বাসিন্দা জহুর উদ্দিন। বয়স আনুমানিক ৬৮ বছর। ওনার ছেলে আবু তাহের। পেশায় গৌহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী। অভিযোগ পিতার সম্পত্তি একা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আবু তাহের তার বাবাকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতন করতো। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সে তার পিতাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। এবং নিজের ঘরে মৃতদেহ লুকিয়ে রাখে। অবশেষে শুক্রবার দুপুরে ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। খবর দেওয়া হয় বাজারীছড়া থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিশাল পুলিশবাহিনী। মৃতদেহটি পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য করিমগঞ্জ হাসপাতালে পাঠায়। এইদিকে অভিযুক্ত আবু তাহেরকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করে।

মুঙ্গিয়াকামীতে উপজাতি জনপদে খাদ্য সামগ্রি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ এপ্রিল।। বর্তমান পরিস্থিতির শিকার বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলের জনগণ খাদ্য নেই কাজ অর্ধাহার অনাহারে কাটাতে হচ্ছে দিন। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা বিভিন্ন সরকারি দপ্তর বেসরকারি সংস্থাৰ পাশাপাশি মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান তথা বিকাশ দেববর্মাএর পক্ষ থেকে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের উত্তর গোকুলনগর এডিসি ভিলেজ এর বৈরাগী ডেপা এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিকাশ দেববর্মা নিজে উপস্থিত ছিলেন এই সামগ্রী বিতরনকালে। এদিন তিনি প্রতি পরিবার পিছু ৬ কেজি চাউল ডাল শুকনো মাছ কাঁচা লঙ্কা বিভিন্ন শাকসবজি বিতরণ করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলি পেয়ে খুশি এলাকার জনগণ। আগামী দিনেও বিকাশ দেববর্মা তাদের পাশে থাকবেন বলে জানান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।